আল কুরআনের

দু'আ

আবদুস শহীদ নাসিম

আল কুরআনের দু'আ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

আল কুরআনের দু'আ
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ০৫
ISBN : 984-645-040-8

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা
ফোন : ৮৩৩১৮০৩, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২
পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা মাত্র

AL QURANER DU'A By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Phone : 8331803, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com Ist Edition : 1982, 5th Print : February 2014.

Price Tk. 65.00 Only.

উৎসর্গ

আব্বা ও মাকে

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ
عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صٰلِحًا تَرْضٰهُ ۝

অর্থ : আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও যেনো আমি তোমার সেসব নিয়ামতের শোকর আদায় করি- যা তুমি আমাকে আর আমার আব্বা ও মা'কে দান করেছো। আর যেনো আমি এমন নেক আমল করি- যাতে তুমি খুশি হও। (সূরা ৪৬ আহকাফ : ১৫)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

সূচনা

যারা আল্লাহ্‌কে পেতে চান, তাঁদের মূল কাজই হলো আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ হবে এমন এক বেতারের সম্পর্ক, যার খবর মনিব আর গোলাম ছাড়া অন্য কেউই রাখেনা। হাজারো গুনাহ-খাতায় পরিপূর্ণ গোলামের যিন্দেগি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে কোনো মানুষের জন্যেই কেবল মাত্র নিজ প্রচেষ্টায় পবিত্র থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু গুনাহ-খাতায় পরিপূর্ণ বান্দাহ্ যখন হৃদয়ের বেতার যন্ত্রে মাফি চেয়ে আন্তরিকতার সাথে মনিবকে ডাক দেয়, তখন পরম দয়াময় রহমান তা ক্ষমা না করে থাকেননা :

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

অর্থ : (হে নবী!) আমার গোলামদের খবর দাও, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা ১৫ আল হিজর : ৪৯)

أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থ : কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তখন তার ডাকের জবাব দিয়ে থাকি। (সূরা ২ আল বাকারা : ১৮৬)

বস্তুত মুমিন যখন ভুল ও অপরাধ করে, তখন তার মনিবকে স্মরণ করা ছাড়া, তার মনিবের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া, তাঁরই হুজুরে নিজেকে আসামী হিসেবে দণ্ডায়মান করে দিয়ে মাফি চাওয়া ছাড়া তার আর কোনো পথই থাকেনা। একমাত্র তিনিই তাকে দয়া ও ক্ষমা করার সর্বময় অধিকারী, আর তিনি এতোই রহমদিল যে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের তিনি ক্ষমা করে দেন :

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

অর্থ : তারা কি জানেনা যে, তিনিই আল্লাহ্, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের সাদাকা সমূহ গ্রহণ করেন? আর তারা কি এও জানেনা যে, আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও দয়াবান! (সূরা ৯ তওবা : ১০৪)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

অর্থ : সে সব লোক, তাদের দ্বারা যখনই কোনো অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয়ে যায় অথবা কোনো গুনাহ্ করে তারা নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তখন তখনই তারা আল্লাহ্র কথা স্মরণ করে এবং তাঁর নিকট মাফি চায়; কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? অতপর জেনে বুঝে তারা আর এসব কাজে লিপ্ত হয়না- বাড়াবাড়ি করেনা। এরূপ লোকদের প্রতিফল তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর এমন জান্নাতে তাদের দাখিল করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমাণ। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আমলে সালেহ্ যারা করে, তাদের জন্যে কতো সুন্দর প্রতিফলই না নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৩৫-১৩৬)

আল্লাহ্র দীনের মুজাহিদদের উপর শুধু শয়তানই হামলা করেনা, গোটা সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ক্ষমতা ও তাগুতি শক্তি সমূহ তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালায়। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মকরবাজির চরম বেড়াজাল সৃষ্টি করা হয়, ক্ষমতার দাপটে তাদেরকে সীমাহীন হয়রানিতে নিমজ্জিত করা হয়। কোথাও হিজরত, কোথাও শাহাদাত বরণ, আবার কোথাও চরম অত্যাচার নির্যাতনের ভয়াবহ পরীক্ষা তাদেরকে দিতে হয়। এসব অবস্থায় মুমিনের আশ্রয় ও ভরসা স্থল শুধু একটাই। তা হচ্ছে মনিবের রহম ও করুণা। শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র তার মনিবই তার আশ্রয়স্থল :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ : মুমিনদের সাহায্য করা ও বিজয় দান করা আমার দায়িত্ব। (সূরা ৩০ আর রূম : ৪৭)

মুমিনের মানসিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বপ্রকার দু:খ-দুর্দশা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের একটিমাত্র পথ আর তা হচ্ছে তার একমাত্র মনিব মওলাকে

স্মরণ করা, তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, তাদের দিল আল্লাহ্‌র স্মরণে পরম শান্তি, স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। সতর্ক হও! আল্লাহ্‌র স্মরণ মূলতই সে জিনিস, যার দ্বারা অন্তর পরম শান্তি, স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। (সূরা ১৩ আর রা'দ : ২৮)

আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ তাঁদের প্রতিটি অসুবিধায় ফরিয়াদ কেবলমাত্র তাঁদের মনিবের কাছেই করতেন। যদি কোনো ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে যেতো, সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে মাফি চেয়ে কেঁদে পড়তেন। শত্রুর মুকাবেলায় কেবলমাত্র মনিবের সাহায্যেরই ফরিয়াদ করতেন। তীব্র বিরোধিতার ময়দানে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্যে কেবল মওলার নিকটই তৌফিক প্রার্থনা করতেন। নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানাদির হিদায়াত ও নাজাতের ফরিয়াদ তারা তাদের একমাত্র পরওয়ারদিগারের নিকটই করতেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বান্দাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো- তাঁরা উঠতে, বসতে, শুতে- তথা সর্বাবস্থায় তাঁদের একমাত্র মওলা ও মনিবকে স্মরণ করে তাঁকেই ভীতি ও বিনয়ের সাথে ডাকে এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করে।

আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভই মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা। তাই যতো বেশি ভয় ও বিনয়ের ডাকে মহান মনিবকে ডাকা যায়, যতো বেশি মহব্বতের ডাকে তাঁকে ডাকা যায়, যতো বেশি মধুর ভাষায় তাঁকে ডাকা যায়- ততোই গোলামের প্রতি নিবিষ্ট হয় তাঁর রহমতের দৃষ্টি। দয়া ও করুণার আঁধার বান্দাকে টেনে নেন স্বীয় সান্নিধ্যে এবং তাঁর ফজল ও করমের ফল্গুধারা বইতে থাকে মুমিনের জীবনে। আর এটাই হচ্ছে মুমিনের সফল ও কামিয়াব যিন্দেগি। এ যিন্দেগিরই ধারক ও বাহক ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাদের উম্মতের সালেহ বান্দাগণ। আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিটি মুজাহিদকে গড়ে নিতে হবে এ জীবন। এ জীবনই হবে তাদের পাথেয় : اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ : মুমিনদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৫৭)

আলোচ্য মূলনীতির আলোকে কুরআন মজীদে উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কিরামের দু'আ সমূহ আমরা পটভূমি সহ এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সাথে সাথে কুরআন মজীদে বিবৃত যাবতীয় দু'আ আমরা এ গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করে নিয়েছি। যাতে করে আমাদের সমাজে দু'আ করার যেসব বিদআত ও শিরকি পন্থা-পদ্ধতি রয়েছে, তা থেকে মুমিনরা আত্মরক্ষা করতে পারেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় পন্থায় দু'আ করতে অভ্যস্ত হয়ে যান। গ্রন্থের প্রথম দিকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আর মর্যাদা, দু'আর আদব ও নিয়ম কানুন এবং যেসব অবস্থা, সময়, স্থান ও ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় তাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে যেসব গুণবাচক নামে নিজেকে বিভূষিত করেছেন, সেগুলোও এ গ্রন্থে উল্লেখ করা গেলো, যাতে করে মুমিনরা সহজেই আল্লাহ্র এসব নাম আয়ত্ত করতে পারেন, এসব নামে তাঁকে ডাকতে পারেন।

গ্রন্থটির আরো উন্নতি কল্পে বিদগ্ধ পাঠক সমাজের পরামর্শ কাম্য।

আল্লাহ্ তায়ালা এ গ্রন্থখানাকে তাঁর মুমিন বান্দাহদের পথ-নির্দেশিকা এবং আমার পরকালীন নাজাতের উপায় হিসেবে কবুল করুন-আমীন!

আবদুস শহীদ নাসিম

১৯৮২ ঈসায়ি

দু'আ প্রসংগে কয়েকটি কথা

ক. দু'আর অর্থ

১. দু'আর আভিধানিক অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, আহবান করা, আমন্ত্রণ করা, বিনীত নিবেদন করা ইত্যাদি।

২. পারিভাষিক অর্থে দু'আ হলো, মহান সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও মনিব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে বিনয়, নম্রতা ও যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, মনের আকুতি ও হৃদয়ের বাসনা পূরণের নিবেদন করা, তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করা, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি চাওয়া, তাঁর প্রকৃত দাস ও অনুগত বান্দা হবার তওফীক কামনা করা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া, জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা, তাঁর দয়া ও রহমতের আবদার করা, যাবতীয় নেকী ও কল্যাণের আবেদন করা, যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং সত্য ও নেকীর পথে চলার হিম্মত, ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করা। দু'আ একটি ইবাদত, তাই দু'আ কেবল আল্লাহ্র কাছেই করতে হবে।

খ. দু'আ ও প্রার্থনাকারীর মর্যাদা

দু'আ ও দায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-এর কতিপয় হাদিস নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ্র কাছে দু'আর চাইতে অধিক সম্মানজনক কোনো জিনিস নেই। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

২. দু'আ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর ফিরাতে পারেনা, আর নেকী ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারেনা। (তিরমিযী : সালমান)

৩. দু'আ ইবাদতের মস্তিষ্ক। (তিরমিযী : আনাস রা.)

৪. যে আল্লাহ্র কাছে চায়না, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগ করেন। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

৫. কবুল হবার আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করো। আর জেনে রাখো অচেতন অমনোযোগী অন্তরের দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেননা। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

৬. তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো হাতের পেট দিয়ে, পিঠ দিয়ে নয়

এবং প্রার্থনা শেষে তা দিয়ে মুখমন্ডল মুছে নাও। (আবু দাউদ : ইবনে আব্বাস রা.)

৭. তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল দাতা। তাঁর কোনো বান্দাহ যখন তাঁর দরবারে হাত তুলে কিছু চায়, তখন তিনি তার হাত দুটি খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ : সালমান ফারসী রা.)

৮. অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করলে তা অতি দ্রুত কবুল হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.)

৯. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম সা. এর কাছে উমরা করতে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে বললেন : 'ভাই! তোমার নিজের জন্যে দু'আ করার সময় আমাকেও স্মরণ রেখো, আমার জন্যেও দু'আ ক'রো, আমার জন্যে দু'আ করতে ভুলে যেয়োনা।' উমর বললেন : তাঁর এই কথাটা আমাকে এতোই খুশি ও আনন্দিত করেছে যে, গোটা বিশ্ব দান করলেও আমি এতোটা খুশি হতাম না। (আবু দাউদ : উমর রা.)

১০. তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল না করে ফেরত দেয়া হয়না।
ক. রোযাদার ইফতারের সময় যে দু'আ করে,
খ. ন্যায়বান সুবিচারক নেতার দু'আ এবং
গ. মযলুমের দু'আ। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

১১. তিনটি দু'আ যে কবুল হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেগুলো হলো :
ক. সন্তানের জন্যে বাবা-মা'র দু'আ,
খ. পথিকের দু'আ,
গ. মযলুমের দু'আ। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ : আবু হুরাইরা রা.)

১২. কোনো মুসলমানের দু'আয় যদি পাপ কাজ ও রক্ত সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না থাকে, তবে দু'আর জন্যে এই তিনটি ফলের একটি ফল অবশ্যি আল্লাহ্ তাকে দান করবেন। সেগুলো হলো :
ক. হয় দুনিয়াতেই তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করবেন,
খ. নয়তো পরকালে তাকে এর প্রতিফল দান করবেন,
গ. অথবা তার থেকে অনুরূপ কোনো অমংগল দূর করে দেবেন। রসূলুল্লাহর এ বক্তব্য শুনে সাহাবীরা বললেন, 'তবে তো আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো।' নবী করীম সা. বললেন : আল্লাহ্ও অধিক অধিক দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ : আবু সায়ীদ খুদরী রা.)

১৩. পাঁচ ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয় :
ক. মযলুমের দু'আ- যতোক্ষণ সে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে,
খ. হজ্জ পালনকারীর দু'আ- যতোক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে আসে,
গ. মুজাহিদের দু'আ- যতোক্ষণ সে নিস্ক্রীয় হয়ে বসে না পড়ে,
ঘ. রোগীর দু'আ- যতোক্ষণ সে সুস্থ না হয়,
ঙ. দূরে থেকে মুসলমান ভাইয়ের জন্যে মুসলমান ভাইয়ের দু'আ। (বায়হাকী : ইবনে আব্বাস রা.)

গ. দু'আর আদব ও নিয়ম

১. দু'আ একটি ইবাদত, বরং ইবাদতের মগজ। সুতরাং দু'আ প্রার্থনা কেবল আল্লাহ্র কাছেই করতে হবে। দু'আতে অন্য কাউকেও শরীক করা যাবে না; অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ প্রার্থনা করা যাবে না।

২. দু'আ প্রধানত দুই প্রকার :
ক. গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা এবং
খ. পরকালীন ও জাগতিক যাবতীয় কল্যাণ চাওয়া।

৩. ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার নিয়ম হলো : গুনাহ্ বা অপরাধ স্বীকার করতে হবে। অনুতপ্ত হতে হবে (অর্থাৎ অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ মনকে দু:খ ভারাক্রান্ত করে তুলবে)। বিনয় ও কাতর অনুভূতির সাথে (সম্ভব হলে অশ্রুপাত ও কান্নাকাটি করে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আন্তরিকতার সাথে ঐ অপরাধ আর না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সিদ্ধান্তের উপর অটল অবিচল থাকতে পারার জন্যে আল্লাহ্র কাছে সাহায্যের আবেদন করতে হবে। এটাই হচ্ছে তওবা ও ইস্তেগফার।

৪. দু'আ করতে হবে পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে।

৫. জাগতিক ও পরকালীন প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, যা হালাল ও বৈধ তাই চাইতে হবে, হারাম ও অবৈধ কিছু চাওয়া যাবেনা।

৬. দু'আ করতে হবে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথে। মনে করতে হবে আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না। তিনি যাকে চান উঠাতে পারেন, যাকে চান নামাতে পারেন। জীবন মৃত্যু, জান্নাত জাহান্নাম, কল্যাণ অকল্যাণ, লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ, উন্নতি অবনতি এবং শাস্তি ও পুরস্কার যাবতীয় কিছু কেবল তাঁরই মুষ্টিবদ্ধ এবং নিষ্ঠা ও নেক নিয়তের সাথে যে তাঁর কাছে চায় তিনি তাকে দান করেন।

৭. দু'আ করতে হবে পূর্ণ মনোযোগের সাথে এবং মনের মণিকোঠা থেকে। যা চাওয়ার, তা চাইতে হবে বুঝে শুনে পূর্ণ অনুভূতি ও চেতনা বোধের সাথে, চাইতে হবে পূর্ণ আবেগ ও আশা নিয়ে। না বুঝা ও অমনোযোগী দু'আ কবুল হবার সম্ভাবনা নেই। (সূত্র : সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী)

৮. দু'আ করতে হবে নিশ্চয়তার সাথে। বলতে হবে, আমি এই এই জিনিস তোমার কাছে চাই। আমাকে এটা এটা দাও। এমনটি বলা ঠিক নয় যে, 'তোমার ইচ্ছা হলে দাও'। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আমার জন্যে যা কিছু কল্যাণকর তা সবই আমাকে দাও। (সূত্র : সহীহ বুখারী।)

৯. আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারকে বিশাল ও অপূরণীয় মনে করে বড় করে, বেশি করে এবং সর্বোত্তমটা চাইতে হবে। আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি চাওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা খারাপ।

১০. দু'আ দাঁড়িয়েও করা যায়, বসেও করা যায়, শুয়েও করা যায়। হাত তুলেও করা যায়, হাত না তুলেও করা যায়। শব্দ করেও চাওয়া যায়, নি:শব্দেও চাওয়া যায়। কারণ দু'আ তো হলো চাওয়া। আর চাইতে হয় মন থেকে। মহান আল্লাহ্ মনের খবরও রাখেন, মুখের কথাও শুনেন। তাই উপরোক্ত যে কোনো প্রকারেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া যায়।

১১. দু'আ যেমন নিজের জন্যে করা যায়, তেমনি অন্যদের জন্যেও করা যায়। তবে শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে। তারপর পিতা মাতা, স্ত্রী/স্বামী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুমিনের জন্যে।

১২. অমুসলমানদের জন্যে হিদায়াত চেয়ে দু'আ করা যাবে।

১৩. কারো জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়। দু'আতে কারো ক্ষতি ও অকল্যাণ চাওয়া ঠিক নয়।

১৪. আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং নবী করিম সা. এর প্রতি দরূদ পাঠ করে দু'আ আরম্ভ ও শেষ করা উচিত।

১৫. দু'আর ফল লাভের জন্যে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। ফল না দেখে নিরাশ হয়ে দু'আ ত্যাগ করা মোটেও সমীচীন নয়। দু'আর সুফল আল্লাহ্ দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন, আখিরাতেও দিয়ে থাকেন।

প্রার্থনাকারী সব সময় ফল টের নাও পেতে পারে। আর একটা ইবাদত হিসেবে দু'আর সওয়াব তো অবশ্যি পাওয়া যাবে। (সূত্র : সহীহ্ মুসলিম)

১৬. দু'আ সুখের সময়, দু:খের সময় এবং সব সময়ই করা উচিত।

১৭. কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম।

১৮. কষ্টসাধ্য না হলে দু'আর পূর্বে অযু করে নেয়া উত্তম।

১৯. অপরের জন্য দু'আ করার সময় প্রথমে নিজের জন্যে দু'আ করে শুরু করা কর্তব্য।

২০. আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার সময় তাঁর সুন্দর নাম সমূহের উসীলা করে চাওয়া উত্তম। যেমন, ক্ষমা চাওয়ার সময় ইয়া গাফফার, ইয়া গাফূরুর রাহীম, (হে মহা ক্ষমাশীল, হে ক্ষমাশীল দয়াময়) বলে চাওয়া। এভাবে তাঁর গুণবাচক নাম সমূহের অর্থ অনুযায়ী উপযুক্ত ও যথার্থ প্রয়োগ করে দু'আ করুন।

২১. নিজের কৃত কোনো নেক আমলের উসীলা করেও আল্লাহ্র কাছে কিছু প্রার্থনা করা বা সাহায্য চাওয়া যায়।

২২. কারো জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়। নবী করীম সা. বলেছেন : তোমরা নিজের জন্যে নিজের সন্তানের জন্যে এবং নিজের সম্পদের জন্যে বদ দু'আ করোনা। (সূত্র : সহীহ্ মুসলিম)

ঘ. যেসব সময়, অবস্থা, স্থান ও ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়

মূলত সব সময়, সব অবস্থা এবং সব স্থানেই দু'আ কবুল হয়। তবু কুরআন হাদিসে কিছু কিছু সময়, অবস্থা ও স্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. কদর রাত।
২. শেষ রাত।
৩. ফরয নামাযের পর।
৪. সিজদারত অবস্থায়।
৫. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।
৬. আযানের সময়।
৭. রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায়।
৮. আল্লাহ্র পথে জিহাদে যাত্রা করার সময়।
৯. জুমার দিন।

১০. এক সিজদা শেষ করে অপর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে বা অবস্থায়।
১১. বৃষ্টি নামার সময়।
১২. যমযমের পানি পানকালে।
১৩. রাতে নিদ্রা ভংগ হলে।
১৪. কারো মৃত্যুর খবর শুনে।
১৫. নামাযের শেষ বৈঠকে আততাহিয়্যাতু এবং দরূদ পড়ার পর।
১৬. কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্যে দু'আ করা হলে।
১৭. আরাফার দিন আরাফাতে।
১৮. রমযান মাসে।
১৯. ইফতারের পূর্বে।
২০. মুসলিমদের দীনি আলোচনার মজলিসে।
২১. বিপদের সময়।
২২. রোযা থাকা অবস্থায়।
২৩. যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের দু'আ।
২৪. সন্তানের জন্যে পিতা মাতার দু'আ।
২৫. সন্তানের উপর পিতা মাতার বদ দু'আ।
২৬. মুসাফিরের দু'আ।
২৭. অক্ষম ও মজবুর ব্যক্তির দু'আ।
২৮. ন্যায় পরায়ণ সুবিচারক নেতার দু'আ।
২৯. পিতা মাতার জন্যে সৎ সন্তানের দু'আ।
৩০. অযুর পর পর।
৩১. কা'বা ঘরে।
৩২. সাফা ও মারওয়ায়।
৩৩. মাশয়ারিল হারামে।
৩৪. আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রতা এবং ভীতি ও ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি হলে।
৩৫. রোগীর দু'আ।

একথা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব সময়ই তাঁকে ডাকতে এবং তাঁর কাছে চাইতে বলেছেন। উপরে যেসব স্থান কাল পাত্রকে খাস করা হয়েছে, এগুলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অতিরিক্ত দয়া।

❖❖❖

হযরত আদম আলাইহিস সালামের দু'আ

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে তাঁর সাথি (স্ত্রী) করে দেন। তাঁদেরকে জান্নাতে বসবাস করতে নির্দেশ দানের প্রাক্কালে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : হে আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী উভয়েই এ জান্নাতে বাস করো, তোমাদের মন যা চায়, তাই খাও। কিন্তু এ বৃক্ষটির নিকটবর্তীও হয়োনা, তাহলে যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু অতপর শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করলো, যেনো তাদের গোপনীয় লজ্জাস্থান সমূহ পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে বললো : তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হলো, তোমরা যেনো ফেরেশতা হয়ে না যাও। অথবা যেনো বেহেশতে চিরন্তন জীবন লাভ করে না বসো। সে কসম খেয়ে বললো : আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী।

এভাবে শয়তান তাদের ধোঁকার জালে বন্দী করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত তারা যখন এ গাছের স্বাদ আস্বাদন করে, তখন তাঁদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, আর তারা জান্নাতের পত্র-পল্লব দিয়ে নিজ নিজ শরীর ঢাকতে থাকে। এ সময় তাঁদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন : আমি কি এ গাছের নিকট যেতে তোমাদের নিষেধ করিনি? আর বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?[১]

হযরত আদম ও হাওয়ার অপরাধী মন আল্লাহ্র ভয়ে কেঁপে উঠলো। সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ লঙ্ঘন করার মতো এ আত্ম-যুলুমের মাফি চাইলেন। দয়াময় আল্লাহ্র দরবারে বিনয়াবনত হয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে পড়লেন :

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

অর্থ : ওগো পরওয়ারদিগার! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করো, তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : ২৩)

---

১. দেখুন সূরা ৭ আল আ'রাফ : ১১-২২।

৪

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দু'আ

আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়শত বছর যাবত তাঁর কওমকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকেন। কিন্তু তাঁর জাতি তাঁকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখান করে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আনার জন্যে তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও হিকমাত প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ দাওয়াতী আন্দোলনের চিত্র কুরআন মজীদ এভাবে রূপায়িত করেছে : আমরা নূহকে তার কওমের প্রতি প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, তুমি তোমার কওমকে পীড়াদায়ক আযাব আসার আগেই সাবধান ও সতর্ক করে দাও। সে তাদের সম্বোধন করে বললো : হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সাবধানকারী (নবী)। তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করবেন এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। মূলত, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন আসে, তখন কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারেনা। হায়! তোমরা যদি জানতে! নূহ তার প্রভূকে ডেকে নিবেদন করলো : প্রভু আমার! আমি আমার কওমকে দিনরাত ডেকেছি। কিন্তু আমার ডাক তাদের এড়িয়ে চলার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। যখনই তাদেরকে তোমার ক্ষমার প্রতি ডেকেছি, তারা তাদের কানে আংগুল ঠেসে দিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে। তারা তাদের আচরণে অনমনীয়তা প্রদর্শন করেছে আর তারা অহংকার করেছে মাত্রাতিরিক্ত। পরে তাদের আমি উচ্চস্বরে ডেকেছি। প্রকাশ্যভাবে তাদের নিকট আমি দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছি। গোপনে গোপনেও তাদের বুঝিয়েছি। অতপর আমি বলেছি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও। নি:সন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল .... নূহ বললো : পরওয়ারদিগার! এরা আমার দাওয়াত প্রত্যাখান করেছে এবং ঐসব সমাজপতিদের অনুসরণ করছে, যাদের সন্তান ও সম্পদ তাদেরকে আরো ব্যর্থকাম করেছে। এ লোকেরা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। তারা বলে : নূহের কথায় তোমরা কোনো অবস্থাতেই তোমাদের

দেবতাদের ত্যাগ করতে পারবেনা- 'অদ্দ' 'সূয়া' 'ইয়াগুস' 'ইয়াউক' ও 'নসরকে' ত্যাগ করতে পারবেনা।[২]

মোটকথা তারা হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রত্যাখান করলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে চরম ও সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ শুরু করলো। এ জটিল পরিস্থিতির মুকাবেলায় আল্লাহ্র পরম ধৈর্যশীল বান্দাহ হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর পরওয়ারদিগারের নিকট নিবেদন করলেন : رَبِّ انْصُرْنِیْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে সাহায্য করো। এরা আমার প্রতি মিথ্যার অভিযোগ আরোপ করে আমাকে প্রত্যাখান করেছে। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : ২৬)

এদের ষড়যন্ত্র, অপবাদ, বিরোধিতা ও প্রত্যাখানের মুকাবিলায় হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র নিকট আরো দু'আ করলেন :

اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি। এখন তুমি আমাকে সাহায্য করো, এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। (সূরা ৫৪ আল ক্বামার : ১০)

তাঁর জাতির হিদায়াতের আর কোনোই সম্ভাবনা না থাকায়, তাদের চরম হঠকারিতার মুকাবিলায় আল্লাহ্র নবী তাদের প্রতি বদ দোয়া করলেন :

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! এ কাফেরদের একজনকেও ধরাপৃষ্ঠে ছেড়ে দিওনা। তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের গুমরাহ করে দেবে। আর এরা (বেঁচে থাকলে) এদের ঔরসজাত সন্তানগুলোও কট্টর কাফের ও দুরাচারী হয়েই জন্ম নেবে। (সূরা ৭১ নূহ : ২৬-২৭)

কাফেরদের ধ্বংসের সাথে সাথে ঈমানদার লোকেরাও যেনো ধ্বংস হয়ে না যায় এবং আল্লাহ্ যেনো তাদের ক্ষমা করে দেন, এ মুহূর্তে আল্লাহ্র নবী সে আরযও করলেন :

---

২. দেখুন সূরা নূহ : আয়াত ১-২৩

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিন হয়ে আমার ঘরে যারা প্রবেশ করবে এমন সব লোককে এবং মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর যালেমদের জন্যে ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করোনা। (সূরা ৭১ নূহ : ২৮)

নূহ আলাইহিস সালামের জাতির ধ্বংসের সময় উপনীত হলো। আল্লাহ্ তাঁর নবী নূহকে জাহাজ তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। জাহাজ তৈরি শেষ হলো। চুলা উথলে যমীন থেকে পানি উৎসারিত হতে শুরু করলো। আল্লাহ্ হযরত নূহকে নির্দেশ দিলেন : প্রত্যেক প্রকারের জন্তু-জানোয়ারের এক এক জোড়া জাহাজে তুলে নাও। তোমার পরিবার পরিজনকেও এতে উঠাও। তবে তাদেরকে নয়, আগেই যাদেরকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। আর ঈমানদারদের এতে উঠিয়ে নাও।[৩] আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী আল্লাহ্র নবী উল্লিখিত সকলকে ডেকে বললেন :

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ : আল্লাহ্র নামেই এর গতি আর আল্লাহ্র নামেই এর স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা ১১ হুদ : ৪১)

অতপর জাহাজে আরোহণের মাধ্যমে কলুষিত জনপদ থেকে মুক্তি প্রাপ্তির শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে, তাও আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি ও তোমার সাথিরা যখন জাহাজে আরোহণ করবে তখন বলবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহ্র, যিনি যালেমদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : ২৮)

জাহাজে আরোহণ করে আল্লাহ্র নিকট কি দু'আ করতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাও শিখিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় নবী নূহ আলাইহিস সালামকে। তিনি শিখিয়ে দিলেন : হে নূহ! বলো :

---

৩. দেখুন সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৪০।

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! বরকতপূর্ণ স্থানে আমাদের অবতরণ করাও। আর তুমিই তো সর্বোত্তমভাবে অবতরণ করাও। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : ২৯)

নির্দেশিত সকলেই জাহাজে উঠার পর ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে যমীন ডুবে যেতে লাগলো। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র কাফের। পুত্রের মর্মান্তিক ধ্বংসের কথা চিন্তা করে করুণা হলো পিতার। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন : আমাদের সাথে এ জাহাজে আরোহণ কর। কাফেরদের সাথে থাকিসনে। কাফের ছেলে বললো : পাহাড়ে আরোহণ করে আমি পানি থেকে বেঁচে যাবো। বলতে বলতে একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে উভয়ের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে দিলো। পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেলো ছেলে। ... নূহ চিৎকার করে তাঁর প্রভুকে ডাকলেন : প্রভু! আমার পুত্রতো আমার পরিবারেরই একজন। আর তোমার ওয়াদাতো সত্য। তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় বিচারক। প্রভু বললেন : হে নূহ! সে তোমার পরিবারের মধ্যে শামিল নয়। সেতো এক অসৎ কর্ম। কাজেই যে ব্যাপার তোমার অজানা, সে ব্যাপারে আমাকে নিবেদন করোনা। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি : জাহেলদের মতো আবদার আবেদন করোনা।[৪]

একদিকে পুত্রের জন্যে দরদ। অন্যদিকে কাফের পুত্রের জন্যে নিবেদন করার নিষেধাজ্ঞা। অথচ হযরত নূহ পুত্রের মুক্তির জন্যে নিবেদন করে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ ভুলের জন্যে আল্লাহ্‌র মুখলিস বান্দাহ নূহ বিনয়াবনত হয়ে পানাহ্ চাইলেন তাঁর রবের দরবারে :

رَبِّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝

অর্থ : প্রভু! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তোমার কাছে আবদার করা থেকে আমি পানাহ্ চাই। এখন তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৪৭)

---

৪. সূরা হুদ : ৪২-৪৬

৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ইরাকের উর নগরীতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্ম। তাঁর পিতা আযর ধর্মীয় পুরোহিত হিসেবে শাসক নমরুদের সভাসদ ছিলেন। পৌত্তলিক ধর্মান্ধতার চরম জাহেলিয়াতের যুগে হযরত ইবরাহীমের জন্ম। সেই চরম জাহেলি সমাজে জন্মগ্রহণ করেও হযরত ইবরাহীম তাঁর সত্য সন্ধানী চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হন।

তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার খলীল- পরম বন্ধু। তাঁর সুকোমল হৃদয়, আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সীমাহীন প্রেম এবং আল্লাহ্র সন্তোষের খাতিরে তাঁর চরম ত্যাগ ও কুরবানীর কথা আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে উল্লেখ করেছেন।

যুবক ইবরাহীম শিরকের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর জাহেল কওমের নিকট শিরকের প্রতিবাদ ও তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। শুরু হলো বিরোধিতা। পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করলো। জাতির নেতৃবৃন্দ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে ফেললো। তারা আল্লাহ্র খলীলের বিরুদ্ধে শাস্তি, ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে শুরু করলো। আল্লাহ্র নবী ইবরাহীম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, অবস্থা যতো সংগীনই হোক না কেনো, তিনি তওহীদের আন্দোলন থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিবৃত হবেননা। অবস্থার জটিলতা বেড়ে চললো। এ চরম মুহূর্তে আল্লাহ্র খলীল যে দু'আ করেছিলেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

অর্থ : ওগো আমাদের অভিভাবক! আমরা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম আর তুমিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল। (সূরা ৬০ আল মুমতাহানা : ৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে কাফিরদের জন্যে পরীক্ষার স্থল করোনা। ওগো মওলা! আমাদের অপরাধগুলো মাফ করে দাও। তুমি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিচক্ষণ। (সূরা ৬০ আল মুমতাহানা : ৫)

এ সময় তিনি তাঁর মালিকের দরবারে আরো নিবেদন করলেন :

رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ۞ وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۞ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ۞ وَاغْفِرْ لِاَبِیْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ ۞ وَلَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ۞ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۞ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۞

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করো এবং নেককার লোকদের সাথে আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়ো; পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমাকে সত্যিকারের খ্যাতি দান করো আর আমাকে নেয়ামতে ভরা জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত ক'রো। আমার পিতাকে মাফ করে দাও। তিনিতো গুমরাহদের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে সেদিন অপমানিত করোনা, যেদিন সব মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, যেদিন ধন-সম্পদ কোনো কাজে লাগবেনা, কাজে আসবেনা আওলাদ-ফরযন্দ। যেদিন মুক্তি পাবে শুধু ঐ সমস্ত মানুষ, প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে হাযির হবে যারা। (সূরা ২৬ আশ্‌শোয়ারা : ৮৩-৮৯)

শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের মুখে আল্লাহ্‌র খলীলকে হিজরত করতে বাধ্য করা হলো। প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগের মুহূর্তে নিজেকে সঁপে দিলেন তিনি একমাত্র ভরসাস্থল রহমানের হাতে। তিনি বললেন :

اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ ○

অর্থ : আমি আমার পরওয়ারদিগারের দিকে চললাম। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (সূরা ৩৭ আস্‌সাফফাত : ৯৯)

এক স্ত্রী এবং ভাতিজা লূতকে সাথে নিয়ে তিনি রওয়ানা করলেন। হিজরতের সময় নি:সন্তান ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দয়াময় দাতা আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন : رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ○

অর্থ : ওগো আমার রব! আমাকে একটি সালেহ পুত্র দান করো। (সূরা ৩৭ আস্‌সাফফাত : ১০০)

আল্লাহ্ তাবারুক ওয়া তায়ালা স্বীয় খলীলের দু'আ কবুল করলেন। তিনি তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সালেহ পুত্র দান করলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। নিজের জন্যে ও বংশধরদের জন্যে দু'আ করলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহ্‌র, যিনি এই বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আসলে আমার মনিব অবশ্যই দু'আ শোনেন। পরওয়ারদিগার! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও। ওগো প্রভু! আমার দু'আ কবুল করো। ওগো দয়াময় অভিভাবক! আমাকে, আমার পিতা মাতা আর ঈমানদার লোকদের সেদিন মাফ করে দিও, যেদিন হিসাব কার্যকর হবে। (সূরা ১৪ ইবরাহীম : ৩৯-৪১)

সন্তানদের নিয়ে আল্লাহ্‌র খলীল আরবের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীন প্রচার করতে লাগলেন মক্কার দিকেও দীনের আবাদ শুরু করলেন। মক্কার সেই মরু বালুকার বুকে তিনি আল্লাহ্‌র ঘরের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেন স্নেহ প্রতীম পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে। এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার প্রাক্কালে পিতা-পুত্র দু'জনে দু'আ করলেন পরওয়ারদিগারের দরবারে :

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ : হে পরওয়ারদিগার! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোনো ও সবকিছু জানো। প্রভু! আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও তোমার অনুগত একটি জাতির উত্থান করো। আমাদেরকে ইবাদাতের পন্থা শিখিয়ে দাও আর ক্ষমা

করে দাও আমাদের দোষ ত্রুটি। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। পরওয়ারদিগার! এ জাতির মধ্যে থেকে এদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়ো, যিনি তাদের তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনাবেন; কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (সূরা ২ আল বাকারা : ১২৭-১২৯)

হযরত খলীলুল্লাহর প্রচেষ্টায় মক্কায় গড়ে উঠলো কাবা কেন্দ্রিক একটি ছোট্ট শহর। এ প্রিয় শহর ও শহরবাসীদের জন্যে দু'আ করলেন আল্লাহ্র খলীল:

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۞ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ ۚ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۞ رَبَّنَآ اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْٓ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ ۞

অর্থ : প্রভু আমার! এ শহরটাকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তি পূজার পংকিলতা থেকে বাঁচাও। প্রভু! এ মূর্তিগুলো বহুসংখ্যক মানুষকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করেছে। তাই যে আমাকে অনুসরণ করবে সেই আমার লোক। আর যে আমার বিরুদ্ধ পন্থা অনুসরণ করবে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। পরওয়ারদিগার! আমি পানি ও তরুলতাশূন্য এক মরু প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহা সম্মানিত ঘরের নিকট এনে পুনর্বাসিত করলাম। ওগো মওলা! এ কাজ আমি এ জন্যে করেছি যেনো এরা নামায কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের দিলকে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও। আর খাবার জন্যে এদেরকে ফল দান করো। সম্ভবত এরা শোকর গুযার হবে। (সূরা ১৪ ইবরাহীম : ৩৫-৩৭)

❖❖❖

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়াকুব। ধৈর্য ও প্রজ্ঞার এক জ্বলন্ত প্রতীক তিনি। বারজন পুত্র তাঁর। এক পক্ষে দু'জন- হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ছোট ভাই বিন ইয়ামিন। অন্যান্য পক্ষের স্ত্রীদের ছিলো দশটি সন্তান। জ্ঞান, বুদ্ধি ও আমল-আখলাকের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কারণে পিতা ইউসুফকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু অন্য দশ ভাইয়ের নিকট এটা ছিলো খুবই অসহনীয়। তারা ইউসুফকে সাংঘাতিকভাবে হিংসা করতে লাগলো। এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে একদিন এসে পিতাকে বললো : আব্বাজান আপনার কি হয়েছে? ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেননা কেনো? অথচ আমরা তো তার ভালোই চাই। আগামীকাল ওকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সে কিছুটা ঘুরে ফিরে নেবে এবং খেলাধূলা করে নিজেকে খুশি করবে। আমরা তার পূর্ণ হেফাযতে নিয়োজিত থাকবো। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যদিও তাদের ব্যাপারে আশংকামুক্ত ছিলেননা; তবু তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ইউসুফকে তাদের সাথে দিলেন। তারা ইউসুফকে নিয়ে গেলো এবং মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করলো। সন্ধ্যায় তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে হযরত ইয়াকুবকে বললো : আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের জিনিস-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এরি মধ্যে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যদিও সত্যি কথা বলছি; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেননা। তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা মিথ্যি রক্ত মেখেও এনেছিলো।[৫]

এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা শুনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আঁধার, ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এভাবে অতি সংক্ষেপে তাঁর মনের বেদনা প্রকাশ করেছিলেন :

---

৫. দেখুন সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত : ৮-১৮।

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

অর্থ : বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্যে একটা বিরাট কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। আর অতি উত্তমভাবেই সবর করে থাকবো। তোমরা যা কিছু বলছো, সে বিষয়ে কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১৮)

আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকেই যাবতীয় ব্যাপারে আশ্রয় ও ভরসাস্থল হিঁসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে কুরবানি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র যে কোনো হুকুম ও ফায়সালা অকাতরে মেনে নিয়েছিলেন। তাইতো দেখি, যখন দশ পুত্রের সাথে পুত্র বিন ইয়ামিনকেও খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার জন্যে মিসরের শাসক মিসর নিয়ে যাবার শর্তারোপ করেছিলেন, তখন প্রজ্ঞাবান হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে পুত্রদের নসীহত করেছিলেন : হে আমার পুত্রগণ! মিসরের রাজধানীতে তোমরা সকলে একই দ্বারপথে প্রবেশ করবেনা, বরং ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ করবে। এ নসীহতের সাথে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ হযরত ইয়াকুব পুত্রদের আরো হেদায়াত দিলেন :

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

অর্থ : কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবোনা। তাঁর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম চলেনা। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। আর যে-ই ভরসা করতে চায় তাঁরই উপর করা উচিত।(সূরা ১২ ইউসুফ : ৬৭)

বিন ইয়ামিনকে নিয়ে মিসরে পৌছলে বিশেষ উদ্দেশ্যে হযরত ইউসুফ আ. সুকৌশলে তাঁর সহোদরকে আটক করে রাখলেন। বৈমাত্রীয় ভাইয়েরা ফিরে এসে হযরত ইয়াকুবের নিকট এ দু:খজনক ঘটনার রিপোর্ট দিলে শোকাভিভূত আল্লাহ্‌র নবী একইভাবে ধৈর্যধারণ করে বললেন :

৩—

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۝

অর্থ : অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা এদের সবাইকে (ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে) আমার সাথে একত্রিত করে দেবেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনি মহা কৌশলী। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৮৩)

হযরত ইয়াকুব পুত্র ইউসুফের নাম নিয়ে কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখে সাদা পর্দা পড়ে যায়। ছেলেরা বলে : খোদার শপথ! অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, আপনি কেবল ইউসুফের স্মরণেই নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবেন অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলবেন। এ কথার জবাবে আল্লাহ্র প্রতি আত্মোৎসর্গীত প্রাণ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন:

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۝

অর্থ : আমি আমার সমস্ত দু:খ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার ফরিয়াদ শুধুমাত্র আল্লাহ্র দরবারেই করছি। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৮৬)

বস্তুত মুমিনের জন্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবন চরিতে রয়েছে সর্বোত্তম পথ নির্দেশ।

৭

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'আ

মিসরে বেগম আযীযের ঘরে হযরত ইউসুফ। উনিশ-বিশ বছরে এক অপরূপ সুদর্শন যুবক তিনি। অপরূপা সুন্দরী বেগম আযীয। ইউসুফের প্রতি অবৈধ আকর্ষণে পাগলপারা হয়ে উঠে বেগম আযীয। কুরআনের ভাষায় : যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিলো, সে তাকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগলো। একদা সে মহিলা দরজা বন্ধ করে বললো : 'এসো'। এ চরম ক্রান্তিক অবস্থায় টগবগ যৌবনে ভরা খোদাভীরু ইউসুফের দিল তাঁর মনিবের ভয়ে কেঁপে উঠলো। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَایُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

অর্থ : আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই। আমার মনিব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এ ধরনের (যারা এরূপ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় সেই) যালেমরা কখনো কামিয়াব হতে পারেনা। (সূরা ১২ ইউসুফ : ২৩)

দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর সালেহ বান্দাহ ইউসুফকে গায়ে এসে পড়া অশ্লীল এই নির্লজ্জ কাজটি থেকে রক্ষা করলেন। ইউসুফ দরজার দিকে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। বেগমের অবৈধ যৌনজ্বালা তাকে শাঁই শাঁই করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। এর পরের ঘটনা কুরআনের বর্ণনায় শুনুন : শহরের নারী সমাজ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো : বেগম আযীয তার যুবক ক্রীতদাসের প্রতি চরম আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রেমের জ্বালা তাকে উম্মাদ করে তুলেছে, আমাদের মতে সে ভুল পথে অগ্রসর হয়েছে। সে (বেগম আযীয) যখন তাদের এসব নিন্দা সূচক কথাবার্তা শুনতে পেলো, তখন তাদের ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করলো। আর প্রত্যেকের সামনে রেখে দিলো একখানা করে ছুরি। (পরে ঠিক তখন, যখন মহিলারা ফল কেটে খাচ্ছিলো) সে ইশারায় ইউসুফকে তাদের সামনে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলো। তারা যখন ইউসুফকে দেখলো, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলো কেটে বসলো নিজেদের হাত আর উচ্চস্বরে বলে উঠলো: "আল্লাহ্‌র কসম! এ যুবক তো মানুষ নয়, এতো যেনো এক সম্মানিত

ফেরেশতা।" আযীযের স্ত্রী বললো : "দেখলে তো তোমরা! এ সেই যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। আমি অবশ্যই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আত্মরক্ষা করে নিষ্পাপ থেকেছে। সে যদি আমার কথা না শুনে, তাহলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে; চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করা হবে।"[৬]

তৎকালীন বিশ্বের সভ্যতম দেশের উপরতলার মহিলাদের এ হলো চিত্র। এমতাবস্থায় যুবক ইউসুফের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার ছিলো? যেখানে তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের এক সুদর্শন যুবক। মরু জীবনের অবদানে এক অপূর্ব স্বাস্থ্যমণ্ডিত দেহ। টগবগে ভরা যৌবন। দারিদ্র্য, পরদেশ, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত জীবন, জবরদস্তি দাসত্ব প্রভৃতি কঠিন অবস্থা অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় কপাল তাঁকে তৎকালীন দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক সভ্যতা- সংস্কৃতি সম্পন্ন রাজ্যের রাজধানীতে এক বড় ধনী ও পদস্থ ব্যক্তির ঘরে এনে পৌছে দিলো। এখানে সে ঘরের স্ত্রী লোকটিই তাঁর প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যার সাথে ছিলো তার দিন-রাতের সাক্ষাতের ব্যাপার। পরে তার রূপ-সৌন্দর্যের কথা গোটা শহরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের বড় লোকদের বেগমরা তাঁর রূপ দেখে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এ সময় একদিকে তিনি, আর একদিকে অসংখ্য ছলনাময়ী জালের আকর্ষণ তাকে সব সময়ই জড়িয়ে ধরতে ব্যতিব্যস্ত। ...রাতদিন চব্বিশ ঘন্টাই তিনি এরূপ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাটাচ্ছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর ইচ্ছা বাসনায় এক বিন্দু শিথিলতা দেখা দিলেই অপেক্ষমান শত-সহস্র দরজার যে কোনোটিতে প্রবেশ করতে পারেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ ইউসুফের অন্তরে একবিন্দু লোভ ও অহংকার আসা তো দূরের কথা, বরং মানবীয় পদস্খলনের ভয়ে কম্পমান আল্লাহ্‌র এই বান্দাহ কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আশ্রয় চাইতেন। তাইতো বেগম আযীয যখন দম্ভোক্তি করে বললো : 'সে যদি আমার কথা না শুনে তাহলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে এবং চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে।' তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয়াবনত হয়ে আরয করলেন :

---

৬. দেখুন সূরা ১২ ইউসুফ : ৩০-৩৬।

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

অর্থ : ওগো আমার অভিভাবক! ওগো মওলা! কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে আমি অধিক পছন্দ করি সে কাজ থেকে, এরা যা আমার নিকট পেতে চায়। মওলা! এদের অপকৌশল তুমি যদি আমার হতে দূরে ফিরিয়ে না দাও, তাহলে আমি এদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো এবং জাহেলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবো। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৩৩)

এ ছিলো দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, আয়েশ ও চাকচিক্য এবং লোভনীয় নারীদের মুকাবিলায় এক চরম দুর্দশাগ্রস্ত আল্লাহ প্রেমিক যুবকের ফরিয়াদ। মানুষের দয়াময় প্রতিপালক এমন ফরিয়াদ কবুল না করে থাকেননা :

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থ : অতপর তাঁর মনিব তাঁর এ ফরিয়াদ কবুল করলেন; সে নারীদের কূটকৌশল তার থেকে রহিত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং নিজ বান্দার অবস্থা অবগত। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৩৪)

ভাইদের দ্বারা নির্যাতিত, কৃতদাস হিসেবে বিক্রিত এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত ইউসুফ এমনি করে সমস্ত কামনা বাসনা লোভ ও লালসার উপর বিজয়ী হন। বিনা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। নির্দোষ ও নিগূঢ় জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে কারাগার থেকে অনেক বছর পর মুক্তিলাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মিসরের সিংহাসনে ক্ষমতার অধিকারী হন। অতপর অপরাধী ভাইয়েরা মুখোমুখি ধরা পড়ে। তারা নিজেদের অপরাধের স্বীকৃতি দেয়। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ : যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়াবানদের চাইতে অধিক দয়াবান। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৯২)

অতপর তিনি পিতা-মাতা ও ভাইদের মিসরে নিয়ে আসেন। এমনি করে তিনি তৎকালীন দুনিয়ার সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতার শরীকদার হয়ে সর্বোত্তম

প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরও তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার বড়াই ও অহংকার স্থান তো লাভ করেইনি, বরং এগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত পুরস্কার ও নেয়ামত ভেবে অবনত মস্তকে তাঁর শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ্‌কে নিজের অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করেন। মুসলিমের মৃত্যু কামনা করেন আর আল্লাহ্‌র নেক্কার বান্দাদের সাথে মিলিত হবার তৌফিক কামনা করেন :

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! তুমিই আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছো, সব বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবনের শিক্ষা দান করেছো। ওহে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের অভিভাবক। ইসলামের আদর্শের উপর আমার মৃত্যু দিও আর পরিণামে আমাকে নেক্কার লোকদের সাথে মিলিত ক'রো। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১)

৮

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দু'আ

পবিত্র তোয়া ময়দানে আল্লাহ্ তায়ালা মিসরের যালেম শাসক খোদাদ্রোহী ফেরাউনের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন। এ বিরাট দায়িত্বের কথা চিন্তা করে তাঁর দিল কেঁপে উঠলো, চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কাতর কণ্ঠে নিজের সমস্ত দুর্বলতা তুলে ধরলেন হযরত মুসা বিশ্বজাহানের মালিকের দরবারে :

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

অর্থ : ওগো মওলা! আমার আশংকা হয় তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে। আমার মন ছোট হয়ে আসছে আর আমার রসনা সঞ্চালিত হয়না। আপনি হারুনকেও রিসালাত দান করুন। একটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে। তাই আমার ভয় হয় তারা আমাকে হত্যা করবে। (সূরা ২৬ আশ্শোয়ারা : ১২-১৪)

সে সময়কার মিসরের ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জাতি ক্ষমতাচ্যুত বনি ইসরাইলের ইতিহাস এবং হযরত মূসার প্রতিপালিত হওয়ার কাহিনী যাদের জানা আছে, তারা নিশ্চয়ই মূসা আলাইহিস সালামের উপর অর্পিত এ গুরুদায়িত্ব পালনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছেন। এখানে অবস্থার সংক্ষিপ্ত পটভূমি আলোচিত হলো :

ক. হযরত মূসার জাতি বনী ইসরাঈল মূলত মিসরীয় নয়। হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিসরে ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে এরা মিসরে বসবাস শুরু করে। হযরত ইউসুফের সময় মিসরে রাজত্ব করতো রাখাল রাজারা। হযরত ইউসুফ এ বংশেরই এক রাজার অধীনে মন্ত্রীত্ব করেন। রাজা হযরত ইউসুফকে রাষ্ট্র চালাবার স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করেন। এ সময় হযরত ইউসুফ বনি ইসরাঈলকে প্রশাসনে ব্যাপক নিয়োগ দান করেন। হযরত ইউসুফের ইন্তেকালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে যখন রাখাল রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং মিসরীয় কিবতীরা ক্ষমতা দখল

করে, তখন বনি ইসরাঈলও রাষ্ট্রীয় পদসমূহ থেকে বিতাড়িত হয় এবং কিবতীরা ইসরাঈলীদের চরম নির্যাতন, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করতে থাকে। এমনকি এদের পক্ষ থেকে পুনরায় ক্ষমতা দখলের আশংকায় এদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ জারি হয়। এ বংশের লোক হওয়ার কারণে হযরত মূসার মধ্যে এ আশংকা দেখা দেয়।

খ. হযরত মূসার মুখে জড়তা ছিলো। স্পষ্টভাবে বক্তব্যের বিষয় বুঝাতে পারতেননা।

গ. ফেরাউনি জাতির এক ব্যক্তি তাঁর ঘুষি খেয়ে নিহত হয়। যদিও হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি ঘুষি মারেননি। এ মার্ডার কেসে ফেরাউন প্রতিশোধোম্মুখ হয়ে উঠে। আত্মরক্ষার্থে হযরত মূসা মাদায়ানের দিকে চলে যান। এ ঘটনাও তাঁর আশংকার অন্যতম কারণ ছিলো।

জনৈক মিসরীয়কে হত্যার কারণে মূসা আলাইহিস সালাম যখন মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা করলেন এবং মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও দানাপানিহীন অবস্থায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন, এ অসহায় ও প্রায় অবসাদগ্রস্থ অবস্থায় দু'জন মহিলার পশুকে পানি পান করাতে সাহায্য করে গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন আর দয়াময় দাতা প্রতিপালকের দরবারে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলেন :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ .

অর্থ : ওগো প্রতিপালক-পরওয়ারদিগার! তুমি আমার জন্যে যে কল্যাণ ও মেহমানদারীরই ব্যবস্থা করবে, আমি তারই মুখাপেক্ষী। (সূরা ২৮ আল কাসাস : ২৪)

অতপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় আলোচ্য মহিলাদের পিতা তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তাঁকে আশ্রয় দান করলেন এবং এক কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর এখানে অতিবাহিত করার পর ফেরার পথে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে 'তোয়া' ময়দানে ফেরাউনের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র নিকট প্রথমোক্ত নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ বলবত রাখেন এবং বলেন : "ফেরাউনের নিকট যাও, সে বিদ্রোহী হয়েছে।"

এখন একদিকে মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে উপরোক্ত দুর্বলতা সমূহ, অন্যদিকে সে ব্যক্তির নিকটই দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে যে তাঁর খুনের পিয়াসী। সে ব্যক্তির নিকটই আনুগত্যের দাবি করতে হবে, গোটা জাতি যার আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এমতাবস্থায় মূসা আলাইহিস

সালামের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। পুনরায় তিনি রব্বুল আলামীনের দরবারে নিবেদন করলেন :

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ۝ هٰرُوْنَ اَخِي۝ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ۝ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا۝ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا۝ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

অর্থ : ওগো মালিক, ওগো মওলা! আমার অন্তরে শক্তি-সাহস বাড়িয়ে দাও। এ গুরুদায়িত্ব পালন করা আমার জন্যে সহজ করে দাও। আমার ভাষার জড়তা দূর করে দাও, যেনো ওরা আমার বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। আর আমার নিজ পরিবারের মধ্য হতে আমার একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও। আমার ভাই হারূনের দ্বারা আমার হাত মজবুত করো আর তাকে আমার দায়িত্বে শরীক বানিয়ে দাও, যেনো আমরা খুব বেশি করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং অধিক মাত্রায় তোমার চর্চা, আলোচনা ও স্মরণ করতে পারি। তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখেছো। (সূরা ২০ তোয়াহা : ২৫-৩৫)

আসমান ও যমীনের মালিক তাঁর বান্দার অন্তরের আকুতিতে অবশ্যই সাড়া দিয়ে থাকেন। জবাবে তাঁর প্রতিপালক বলেন :

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

অর্থ : মূসা! যা চাইলে তা সবই তোমাকে দেয়া হলো। (সূরা ২০ তোয়াহা : ৩৬)

অতপর দু'ভাই মিসর এসে ক্ষমতাধর ফেরাউন, হামান ও কারূনদের আল্লাহ্র দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানালেন। এ আহবানের প্রতিক্রিয়ায় ফেরাউনের গোটা তখতে তাউস থরথর করে কেঁপে উঠলো। সর্ব প্রকারের যুক্তি ও কৌশলে পরাজিত হয়ে শেষ রক্ষার জন্যে ফেরাউন দিশেহারা হয়ে বললো : "যারা ঈমান এনে মূসার দলে শামিল হয়েছে, তাদের সবার পুত্র সন্তানদের হত্যা করো এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখো।" সে আরো বাড়াবাড়ি করে বললো : "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও! আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলি, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাল্টে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।"[৭]

৭. সূরা ৪০ আল মু'মিন (সূরা গাফির) আয়াত : ২৫-২৬।

খোদাদ্রোহী ফেরাউনের এসব অতিশয় দম্ভোক্তির মুকাবিলায় হযরত মূসা কলীমুল্লাহ যে জবাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র দীনের মুজাহিদদের জন্যে সে এক শাশ্বত ঘোষণা। ফেরাউনের দম্ভোক্তির জবাবে মূসা বললেন :

إِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

অর্থ : পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা- এমনসব অহংকারীদের মুকাবিলায় আমি তো আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি সেই মহান সত্তার যিনি আমার রব আর তোমাদেরও রব। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : ২৭)

অবস্থা যখন সাংঘাতিক উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ইসরাঈল সন্তানদের সাথে নিয়ে তখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইনা উপত্যকার দিকে অগ্রসর হন। দীর্ঘদিন মিসরীয়দের দাসত্বের জীবন যাপন করার পর বনি ইসরাঈল এখন মুক্ত স্বাধীন। কিন্তু মিসরের পৌত্তলিক সমাজের প্রভাব তাদের মন-মানসিকতায় জেঁকে বসেছিল। পথ চলতে চলতে তারা যখন একটি মূর্তিপূজক জাতির নিকট এসে পৌঁছালো, তখনই তারা মূসা আলাইহিস সালামকে বলে বসলো : 'হে মূসা! আমাদের জন্যেও এমন মা'বুদ বানিয়ে দাও, যেমন এ লোকদের মা'বুদ রয়েছে।'

অতপর হযরত মূসা যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ভাই হারূনকে স্থলাভিষিক্ত করে চল্লিশ দিনের জন্যে পাহাড়ে চলে গেলেন, এরি মধ্যে "তাঁর জাতির লোকেরা নিজেদের গয়না ও অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুরের মূর্তি তৈরি করে নিলো।" তারা একটা মা'বুদ বানালো। হযরত মূসা ফিরে এসে তাঁর জাতির উপর দারুণ ক্রোধান্বিত হলেন। ভাই হারূন তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে "তিনি তাঁর মাথার চুল ধরে টান দিলেন।" হারূন জবাব দিলেন : হে আমার মায়ের পেটের ভাই, এ লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল। তুমি শত্রুদেরকে আমায় ঠাট্টা করার সুযোগ দিয়োনা, আর আমাকে যালেমদের মধ্যে গণ্য করোনা। এ মুহূর্তে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর মনের ভাব এভাবে প্রকাশ করেন :

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করো। তুমিই তো সবচে' বড় দয়াবান। (সূরা ৭ আল আরাফ : ১৫১)

এরপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জাতির সত্তরজন ব্যক্তিকে নিয়ে পুনরায় সাইনা পর্বতে গেলেন বাছুর বানানোর অপরাধ ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা যখন উপস্থিত হলেন, তখন একটি ভূ-কম্পন আরম্ভ হলো। এ ভূ-কম্পনকে খোদার কঠিন আযাবের আগমন মনে করে হযরত মূসা কাতর কণ্ঠে তাঁর মনিবের দরবারে আরয করলেন :

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝

পরওয়ারদিগার! তুমি ইচ্ছে করলে আরো আগেই এদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। তুমি কি আমাদের মধ্যকার কয়েকজন নির্বোধের অপরাধের জন্য সবাইকে ধ্বংস করে দেবে? এতো ছিলো তোমার একটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছে গোমরাহ করে দাও আর যাকে ইচ্ছে তাকে দান করো হেদায়েত। তুমিইতো আমাদের অভিভাবক। অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমিই তো সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। (সূরা ৭ আল আরাফ : ১৫৫)

হযরত মূসার জাতির সম্মুখে যখন মূর্তি পূজার গোলক ধাঁধা ছিন্ন হয়ে গেলো, তখন তারাও আল্লাহ্‌র দরবারে অপরাধীর বেশে হাযিরা দিলো। তারা অনুশোচনা করলো :

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

অর্থ : আমাদের পরওয়ারদিগার! যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদর্শন না করেন আর আমাদের যদি মাফ না করে দেন, তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা ৭ আল আরাফ : ১৪৯)

৯

হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের দু'আ

আল্লাহ্র নবী হযরত শুয়াইব মাদায়ীন বাসীদেরকে তাদের দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি বন্ধ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তাদের বলেন :

তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব করো। ওজন ও পরিমাপের কমবেশি করোনা, লোকদেরকে তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা। যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করোনা। সহজ সরল পথকে বাঁকা করার কাজে ব্যস্ত হয়োনা। ঈমানদার লোকদেরকে তাদের পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করোনা। লোকদের ভীত সন্ত্রস্ত করোনা আর জীবনের প্রতিটি পথে ডাকাত হয়ে বসোনা।[৮]

হযরত শুয়াইবের আহবান শুনে কওমের সরদাররা বললো : হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনবো।[৯]

কওমের এরূপ চরম বিরোধিতা ও হঠকারিতা মুকাবিলায় হযরত শুয়াইবের মুখে উচ্চারিত হলো :

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

অর্থ : আমি তো তোমাদের ক্ষতি চাইনা, আমি তো চাই কেবল আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের সংশোধন ও কল্যাণ করতে। আমার এ মহান উদ্দেশ্যের সাফল্য কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাবো। (সূরা ১১ হুদ : ৮৮)

কিন্তু কওমের বিরোধিতা বেড়েই চললো। অবশেষে আল্লাহ্র নবী চরম দু'আ করলেন :

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

অর্থ : আমরা আল্লাহ্র উপর তাওয়াককুল করেছি। পরওয়ারদিগার! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দাও। আর তুমিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা ৭ আরাফ : ৮৯)

---

৮. সূরা ৭ আল আ'রাফ : ৮৫-৮৬।

৯. সূরা ৭ আল আ'রাফ : ৮৮।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের দু'আ

আল্লাহ্‌র নবী হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম কঠিন রোগে পীড়িত। দীর্ঘদিন থেকে রোগে তিনি সাংঘাতিক কষ্ট ভোগ করে আসছেন। নিদারুণ কষ্ট। আল্লাহ্‌র দেয়া দু:খ মুসীবত ও পীড়া অসাধারণ ধৈর্য ও সবরের সাথে সইয়ে যাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ ও চরম ভোগান্তির পর আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি এতোটুকু কেবল আরয করলেন :

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮৩)

কতো মর্মস্পর্শী এ দু'আ! অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অসুখের কথা উল্লেখ করার পর শুধু এতোটুকু বলেই থেমে যান যে, "তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" অতপর আর কোনো অভিযোগ নেই, নেই কোনো ফরিয়াদ। যেনো এ কথাগুলোর নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেনো নেই কোনো জিনিস পাওয়ার দাবি। মূলত এ ধরনের উচ্চাঙ্গ দোয়ায় যে মূল সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠে, তা হচ্ছে এই যে, যেনো কোনো অপরিসীম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি সুদীর্ঘ অনশনে কাতর হয়ে পড়েছেন। আর তাঁর চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার নিকট শুধু এতোটুকু বলেই থেমে যাচ্ছেন যে, "আমি অভুক্ত, ক্ষধাতুর আর আপনি তো মহান দাতা।" ...এরপর আর কিছু তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে পারছেনা।

বস্তুত মহান মালিকের দরবারে মুমিন বান্দার দু'আ এরূপ মর্যাদাব্যঞ্জক হওয়াই উচিত। এমন মর্মস্পর্শী দু'আ আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই কবুল করেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَابِهٖ مِنْ ضُرٍّ

অর্থ : অতপর আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করে দিলাম। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮৪)

১১

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম। কুরআন মজীদে তাঁকে 'যাননুন' এবং 'সাহিবুল হুত' অর্থাৎ 'মাছওয়ালা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নিজ জাতিকে দীনের পথে আনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দীনের দাওয়াত গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং তারা এতো বেশি পরিমাণে আল্লাহ্র নাফরমানি করতে শুরু করলো যে, তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব আসার পূর্বেই হযরত ইউনুস জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা করলেন। আল্লাহ্র নবী ইউনুস আযাব আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জনগণকে দীনের পথে আনার চেষ্টা না করে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়াই জনপদ ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ্র পছন্দ হয়নি এ কাজ। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছায় নদী অতিক্রমকালে তাঁকে মাছের পেটে যেতে হলো। একেতো সাগর তলের অন্ধকার। তার উপর মাছের অন্ধকার জঠর। কি করুণ ও দুর্বিষহ অবস্থায় পড়তে হলো নবী ইউনুসকে। নিজের ত্রুটি অত্যন্ত অনুশোচনার সাথে স্বীকার করে মালিকের দরবারে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ্র নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম :

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

অর্থ : তুমি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ! পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮৭)

আল্লাহ্র মনোনীত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হযরত ইউনুসের এ করুণ অনুশোচনা আল্লাহ্ কবুল করেন :

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : অতপর আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করলাম। এভাবেই আমি মুমিনদের রক্ষা করি। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮৮)

১২

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দু'আ

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বিরাট রাজশক্তির নেয়ামত, পক্ষীকুলের কথা বুঝা ও জ্বীনদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষায় : 'আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে ইলম দান করেছি। তারা বলেছে :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহ্‌র! যিনি তাঁর বহুসংখ্যক মুমিন বান্দার উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা ২৭ আন্‌নামল : ১৫)

আর দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে সুলাইমান। সে বললো : হে জনগণ! আমাকে পাখির ভাষা শিখানো হয়েছে এবং সর্ব প্রকারের সম্পদই দান করা হয়েছে। নি:সন্দেহে এটা আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলাইমানের জন্যে জ্বীন ও মানুষ আর পক্ষীকূলের সেনাবাহিনী একত্রিত করা হয়েছিল। এগুলোকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

একবার সকলকে নিয়ে সুলাইমান যাত্রা করলো। যখন পিপীলিকার প্রান্তরে পৌঁছালো, তখন এক পিপীলিকা চেঁচিয়ে উঠলো : হে পিপীলিকার দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয় যে, সুলাইমান এবং তাঁর সৈন্য সামন্তরা তোমাদের পিষে মেরে ফেলে অথচ তারা তা টেরও না পায়।[১০]

আল্লাহ্‌র নবী সুলাইমান পিপীলিকার এ ভাষণ শুনলেন। তাঁর অন্তরে ভয় ঢুকলো- না জানি তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র কোনো সৃষ্টির প্রতি যুলুম হয়ে যায়! তাই তো দেখি এ মহান শাসক নবী আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ও রাজশক্তির মতো মহান নেয়ামতের সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের তৌফিক কামনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনিবের দরবারে নিবেদন করলেন :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

---

১০. সূরা ২৭ আন্‌নামল : ১৫-১৮।

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখো। তুমি আমার ও আমার পিতা মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো, আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি যা হবে তোমার পছন্দনীয়। আর তোমার অসীম অনুগ্রহে আমাকে তোমার সালেহ বান্দাদের মধ্যে শামিল করো। (সূরা ২৭ আন্‌নামল : ১৯)

সাবা সম্রাজ্ঞী হযরত সুলাইমানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। হযরত সুলাইমান সিদ্ধান্ত নিলেন, সাবা সম্রাজ্ঞী এসে পৌঁছলে তাঁর (সম্রাজ্ঞীর) নিজ সিংহাসনেই তাঁকে বসতে দেবেন। কিন্তু সুলাইমানের রাজধানী দারুস সালাম থেকে সাবার দূরত্ব অন্তত দেড় হাজার মাইল। অন্যদিকে সম্রাজ্ঞী এসে পৌঁছার আগে তার সিংহাসনটা এনে পৌঁছতে হবে। একটা সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত বটে। পরিষদবর্গের একজন বললেন : 'আপনি এখান থেকে উঠার আগেই আমি তা এনে হাজির করবো।' অপর এক ব্যক্তি, যার নিকট কিতাবের ইলম ছিলো- বললো : 'আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই তা এনে হাজির করতে পারি।' সঙ্গে সঙ্গে হযরত সুলাইমান সাবা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনটি নিজের সম্মুখে দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন :

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ۝

অর্থ : এ হচ্ছে আমার দয়াময় প্রভুর অনুগ্রহ। তিনি আমাকে এর দ্বারা পরীক্ষা করতে চান, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞ হই। বস্তুত যে শোকর গুযার হয়, তা তার নিজের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনে আর কেউ যদি অকৃতজ্ঞ হয়, (তবে তার জানা উচিত) আমার প্রভু মুখাপেক্ষাহীন, অতিশয় মহান। (সূরা ২৭ আন্‌নামল : ৪০)

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলের যে গোত্রের লোক ছিলেন সে গোত্রের দায়িত্ব ছিলো খোদার ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নেতৃত্ব দান করা। গোত্রীয় প্রধান হিসেবে হযরত যাকারিয়া এ দায়িত্ব পালন করতেন। বৃদ্ধ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আজীবন নি:সন্তান। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী আজীবন বন্ধ্যা। একটা সন্তানের বড়ই আকাঙ্খা ছিলো তাঁদের। বিশেষ করে হযরত যাকারিয়ার মৃত্যুর পরে ধর্মীয় নেতৃত্ব শূন্য হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন সন্তানের বড়ই আকাঙ্খী ছিলেন। তিনি রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করেন :

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমার অস্তিমজ্জা গলে গেছে। আমার বার্ধক্য চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রভু! তোমার নিকট কিছু চেয়ে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। আমার পরে আমার ভাই বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার ও ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকার লাভ করবে। পরওয়ারদিগার! আর তাকে একজন পছন্দসই মানুষ বানিয়ো। (সূরা ১৯ মরিয়াম : ৪-৬)

একদিন হযরত যাকারিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের মেহরাবে মরিয়ামের নিকট প্রবেশ করলেন। মরিয়মের নিকট তিনি জান্নাতের খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন : মরিয়ম! এ রিযিক কোথা থেকে এসেছে? মরিয়ম জবাব দিলেন :

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ : এ রিযিক আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন, বেশুমার রিযিক দান করেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৩৭)

মরিয়মের জবাব শুনে হযরত যাকারিয়া তাঁর মনিবের নিকট নিবেদন করলেন : رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

অর্থ : মালিক আমার! মনিব আমার! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে **একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান করো। অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।** (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৩৮)

পুত্রহীন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম একটি সন্তানের জন্যে সব সময় মনিবের দরবারে বিনয়াবনত কণ্ঠে দু'আ করতেন :

رَبِّ لَاتَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে নি:সন্তান ছেড়োনা। সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী তো তুমিই। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : ৮৯)

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ لا اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ : অতপর ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বললো, যখন সে মেহরাবে নামায পড়ছিলো : আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ঈসার সমর্থনকারী হবেন, সরদার হবেন, উচ্চ স্তরের সুসভ্য, প্রবৃত্তি দমনকারী ও একজন সালেহ নবী হবেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৩৯)

১৪

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবী (হাওয়ারী)দের দু'আ

আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম রসূল হিসেবে বনি ইসরাঈলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন :

أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّيْٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۝ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيْٓ إِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে, আমি তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। (নিদর্শনগুলো হচ্ছে এই যে,) তোমাদের সামনেই আমি মাটি দিয়ে পাখির আকারে একটি মূর্তি বানাই এবং তাতে ফুঁ দিই, সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র হুকুমে তা পাখি হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগিকে ভালো করে দিই এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদের বলে দিই নিজেদের ঘরে তোমরা কি খাও আর কি সঞ্চয় করে রাখো। এতে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য তোমরা যদি ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাকো। আর তাওরাতের যে শিক্ষা ও হেদায়াতের বাণী এখন আমার সামনে বর্তমান রয়েছে আমি তার সমর্থনকারী হিসেবে এসেছি। আমি এজন্যেও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসকে তোমাদের জন্যে হালাল

ঘোষণা করে দেবো। জেনে রাখো, আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ্ আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক ও সোজা পথ। কিন্তু ঈসা যখন অনুভব করলো তারা কুফরি ও অস্বীকৃতির পথেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন সে বললো : 'আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে?' জবাবে হাওয়ারীরা বললো : আমরা আল্লাহ্র (পথে আপনার) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম- আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্থনকারী। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৪৯-৫২)

গোটা সমাজের বিরোধিতার মুখে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সাহায্য করার, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। চরম খোদাদ্রোহী যালেমদের নাকের ডগায় এ কতিপয় ব্যক্তি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে তারা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলো : رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

অর্থ : ওগো আমাদের রব! তুমি যেসব ফরমান নাযিল করেছো আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং রসূলকে অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের নামের সাথে তুমি আমাদের নাম লিখে নিও। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৫৩)

১৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখানো দু'আ সমূহ

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতিপয় দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মুকাবিলায় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এসব দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনের ইল্‌ম যেনো সুন্দর ও যথার্থভাবে অন্তরে গেঁথে যায়, সেজন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলকে শিখালেন, হে নবী! এরূপ দু'আ করো :

رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ○

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে আরো অধিক ইলম দান করুন। (সূরা ২০ তোয়াহা : ১১৪)

বিরুদ্ধবাদীদের চরম হঠকারিতা, সত্য অমান্য ও শয়তানি প্ররোচনার মুকাবিলায় নবী যেনো ধৈর্যহারা না হয়ে পড়েন, সেজন্য শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাওয়ার দু'আ আল্লাহ্ শিখিয়ে দিলেন এভাবে হে নবী! নিবেদন করো :

رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। প্রভু! আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার নিকট পানাহ চাই। (সূরা ২৩ আল মু'মিনুন : ৯৭-৯৮)

নবুওয়াতের মক্কী অধ্যায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মুশরিকরা তাঁর তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে, যেনো তিনি ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছেন। ঘরে ঘরে তাঁকে গালমন্দ দেয়া হয়। রাত্রিবেলা তাঁকে গোপনে হত্যা করার শলা পরামর্শ হতে থাকে। তাঁকে যাদুটোনা করার চেষ্টা করা হয়। মানুষ ও জ্বীন শয়তান তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র উপদ্রব শুরু করে। মোটকথা, চতুর্দিকে তাঁর বিরোধিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে থাকে। এ সাংঘাতিক সংকটাপন্ন অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাবীবকে নিম্নোক্তভাবে তাঁর কাছে

আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দান করেন :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ : হে নবী! আশ্রয় প্রার্থনা করো : আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমি আরো আশ্রয় চাই গিরায় ফুঁদানকারী ও কারিণীর অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ১১৩ আল ফালাক : ১-৫)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

অর্থ : হে নবী! বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের প্রকৃত ইলাহর নিকট। বার বার ফিরে আসা অসঅসা উদ্রেককারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের দিলে অসঅসার উদ্রেক করে। সে জ্বীনদের থেকে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা ১১৪ আন নাস : ১-৬)

হিজরতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদুটোনা করা হলে আল্লাহ্র নির্দেশে এ সূরা দ্বয়ের মাধ্যমেই যাদুর ক্রিয়া ব্যর্থ করে দেয়া হয়। বস্তুত যাবতীয় বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসা এবং মানুষ ও জ্বীন শয়তানদের অসঅসার মুকাবিলায় আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার অতি উত্তম নির্দেশিকা এ সূরা দুটি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সব সময় এরূপ দু'আ করতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। হে নবী দু'আ করো :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাকে মাফ করে দিন। আমার প্রতি সদয় হোন আর আপনিই তো সর্বাপেক্ষা রহম দিল। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন : ১১৮)

হিজরতের কিছুকাল পূর্বের ঘটনা। মুমিনরা কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত। কাফেররা চরম অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। হিজরত করা অবধারিত। হিজরতের পূর্বে আন্দোলনের নেতাকে আল্লাহ্র নিকট কিভাবে এবং কোন জিনিসের দু'আ করতে হবে, দয়াময় রহমান তাঁর

নবীকে সে শিক্ষা দিয়েছেন। হে নবী! এভাবে দু'আ করো :

رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে যেখানেই নেবে, সত্যতা সহকারে নিয়ে যেয়ো আর যেখান থেকে আমাকে বের করবে, বের করে নিয়ো সত্যতা সহকারে। প্রভু! আর তোমার নিকট থেকে একটি রাষ্ট্র শক্তিকে তুমি আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা ১৭ বনি ইসারাঈল : ৮০)

হিজরতের বছর তিনেক পরের কথা। মুসলমানরা নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করে আসেন। এ সময় একদিকে কাফের ও নাফরমান লোকেরা আল্লাহ্র দীনের আলোকে নিভিয়ে দেবার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত। অথচ দুনিয়ায় তারা ধন-সম্পদের গৌরবে স্ফীত এবং দিন দিন আরো বড়ো হচ্ছে। অন্যদিকে ঈমানদার লোকেরা খোদানুগত্যের পথে চরম ত্যাগ ও কুরবানির নজীর স্থাপন করছে। অথচ তাদেরকে দারিদ্র্য, অনশন, অর্ধানশন ও অসংখ্য প্রকার বিপদ-মুসীবত ও দু:খ-ক্লেশ নিয়তই জর্জরিত করছে। তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে এক আশ্চর্য ধরনের দু:খভরা জিজ্ঞাসা ঘুরপাক খেতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দীন প্রতিষ্ঠাকামী মুজাহিদদের নেতাকে এমন কতোগুলো ঘোষণা শিক্ষা দিলেন, যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকচ্ছটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন, তুমি বলো :

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ : ওগো আল্লাহ্! সকল রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করো আর যার থেকে চাও রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান করো, যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। সকল মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই মুষ্টিবদ্ধে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। রাতকে তুমি দিনের মধ্যে শামিল করে দাও আর দিনকে শামিল করো রাতের মধ্যে। জীবন্ত জিনিস

থেকে তুমি জীবনহীন জিনিস বের করো, আর জীবনহীন জিনিস থেকে বের করো জীবন্ত জিনিস। তুমি যাকে চাও বেহিসাব রিযিক দান করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ২৬-২৭)

বিরুদ্ধবাদীদের কট্টর সমালোচনা ও বিরোধিতার মুকাবিলায় রসূলে করীমের দু'আ :

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۞

অর্থ : পরওয়ারদিগার! ইনসাফ ও সত্যতা সহকারে ফায়সালা করে দাও। (হে লোকেরা!) তোমরা যেসব কথা বানাও, তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় প্রভুই আমাদের সাহায্যের একান্ত নির্ভর। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া:১১২)

এক লা-শরীক আল্লাহ্‌র জন্যে নিজের সমস্ত ইবাদত-উপাসনা এমনকি জীবন ও মৃত্যু পর্যন্ত উৎসর্গ করার ফায়সালা করাই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর আসল দায়িত্ব। আল্লাহ্ এ উৎসর্গের ঘোষণা পদ্ধতি তাঁর নবীকে এভাবে শিখিয়ে দেন। হে নবী! বলো :

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج
وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

অর্থ : আমার নামায, আর সমস্ত ত্যাগ ও কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই কেবলমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই। এরি নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে। (সূরা ৬ আল আনয়াম : ১৬২-১৬৩)

১৬

চিন্তাশীল ও গবেষকদের দু'আ

আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে চিন্তাশীল ও গবেষকদের জন্যে ঈমানের বীজ পুঁতে রেখেছেন। তিনি বলেন : আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে সে সব লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে, শুতে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করবে আর আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করবে, তারা স্বত:স্ফূর্তভাবেই বলে উঠবে :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! এ সব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করোনি। উদ্দেশ্যবিহীন কাজের বাতুলতা থেকে তুমি অতিশয় পবিত্র। তাই হে প্রভু! আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করবে, তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করবে, তাছাড়া এসব যালেমদের সাহায্যকারীও কেউ হবেনা। পরওয়ারদিগার! আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনতে পেয়েছি। তিনি ডেকে বলছিলেন : 'তোমরা তোমাদের প্রকৃত মওলাকে মেনে নাও।' আমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছি। অতএব হে আমাদের মনিব! যে সব অপরাধ আমরা করেছি, তা তুমি ক্ষমা করে দাও। আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষত্রুটি রয়েছে, তা তুমি দূর করে দাও। আর নেককার লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন করো। পরওয়ারদিগার! তুমি তোমার রসূলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূর্ণ করো আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার সম্মুখীন করোনা। নি:সন্দেহে তুমি কখনো ওয়াদা খেলাপ করোনা। (সূরা ৩ আলে ইমরান ১৯১-১৯৪)

❖❖❖

১৭

মযলুমদের দু'আ

ক. মূসা আলাইহিস সালামের সংগি সাথি মযলুমদের দু'আ

আল্লাহ্‌র নবী মূসা আলাইহিস সালাম তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর শাসক ফেরাউনের নিকট আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিয়ে তাকে আল্লাহ্‌র গোলামি করার আহবান জানালেন। তিনি ফেরাউনকে আরো বললেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূল মনোনীত হয়েছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্‌র দেয়া নিদর্শন পেশ করলেন। জনগণের উপর মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের প্রভাব লক্ষ্য করে ফেরাউন তার গদির ব্যাপারে আশংকাবোধ করলো। জনগণকে আশ্বস্ত করার জন্যে সে মূসা আলাইহিস সালামকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে এবং হযরত মূসার মুকাবিলা করার জন্যে কোনো একটি জাতীয় উৎসবের দিন মিসরের সমস্ত যাদুকরদের একত্রিত করে। যাদুকররা তাদের সাধ্যানুযায়ী যাদু প্রদর্শন করলো। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ প্রদত্ত নিদর্শন প্রদর্শন করতেই যাদুকরদের যাবতীয় যাদু সামগ্রী ও যাদু বিদ্যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও ধূলিস্মাৎ হয়ে গেলো। যাদুকররা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পেরে তাদের মাথা সিজদায় অবনত করে দিয়ে বললো : "আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম। যাকে মূসা ও হারূন উভয়েই মেনে চলে।"[১১]

যাদুকররা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই ফেরাউনের দেহে ও মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে উঠলো। নরপিশাচদের বেষ্টনীর মাঝখানে সবেমাত্র ঈমান আনয়নকারী নওমুসলিমদের প্রতি সে জিঘাংসায় মারমুখো হয়ে উঠলো। সে বলতে থাকে : "আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা ঈমান আনলে? বুঝা গেলো, মূসা তোমাদের গুরু। সে-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। এখন আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো এবং খেজুর গাছে তোমাদের শূলে চড়াবো। তারপরই বুঝতে পারবে আমার শাস্তি কতো কঠিন!"[১২]

---

১১. সূরা ২৬ আশ্‌শোয়ারা : ৪৬-৪৮

১২. সূরা ২৬ আশ্‌শোয়ারা : ৪৯।

সাক্ষাত মৃত্যুর সামনে এ মযলুম নওমুসলিমরা যে ঈমানি দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা আল্লাহ্ প্রেমিক প্রতিটি মযলুম মুসলিমের হৃদয়েরই কথা। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে খোদার সান্নিধ্য লাভে প্রবল আকাঙ্খী মুজাহিদরা যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা কতোই না প্রাণাকর্ষী :

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

অর্থ : মরণের পরোয়া আমাদের নেই। আমাদের তো মালিকের কাছে ফিরে যেতেই হবে। (সূরা ২৬ আশ্শোয়ারা : ৫০)

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

অর্থ : তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি তো আমাদের এ দুনিয়ার জীবনের ফয়সালা ছাড়া কিছুই করতে পারবেনা। (সূরা ২০ তোয়াহা : ৭২)

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطٰيٰنَا ○

অর্থ : আমরা তো আমাদের প্রভুর প্রতি এ জন্যই ঈমান এনেছি, যেনো তিনি আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা ২০ তোয়াহা : ৭৩)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও এবং আমাদের ওফাত দান করো তোমার অনুগত অবস্থায়। (সূরা ৭ আল আরাফ : ১২৬)

ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিঘাংসায় মেতে উঠে। মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার হুমকি প্রদান করে। সে মুহূর্তে কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অনুসরণ করা মানেই নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। সহায়-সম্বলহীন গুটি কয়েক মুমিনের বিরুদ্ধে রাজকীয় তাগুতি শক্তির চরম দমননীতি সৃষ্টি করছিলো এক ত্রাসের রাজত্ব। এমতাবস্থায় মূসা আলাইহিস সালামের আনীত দীন কবুল করা ছিলো জীবন বাজি রাখার ব্যাপার। কুরআন বলে : "অতপর মূসাকে কওমের কয়েকজন যুবক ছাড়া কেউই মেনে নিলোনা ফেরাউন আর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। তারা ভয় করছিলো যে, ফেরাউন তাদের আযাবে নিমজ্জিত করবে। আর ফেরাউন তো ছিলো দুনিয়ার শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত। সে ছিলো সীমা লঙ্ঘনকারীদের একজন।"[১৩]

১৩. সূরা ১০ ইউনুস : ৮৩।

এ সাংঘাতিক বিপদসংকুল অবস্থায় চরম অত্যাচার নির্যাতনের মুখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারী কতিপয় যুবককে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করার নসীহত করেন। ঈমানদীপ্ত যুবকরা পরওয়ারদিগারের দরবারে প্রার্থনা করেন :

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

অর্থ : আমরা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করলাম। পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেৎনা বানিয়োনা। (সূরা ১০ ইউনুস : ৮৫)

তারা আরো দু'আ করলো : وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থ : প্রভু! তোমার নিজের রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফের লোকদের হাত থেকে মুক্তি দাও। (সূরা ১০ ইউনুস : ৮৬)

খ. আসহাবে কাহাফের দু'আ

আসহাবে কাহাফের দু'আতেও রয়েছে মযলুম মুমিনদের জন্যে পথ নির্দেশ। অত্যাচারী শাসকের চরম নির্যাতনের মুখে কতিপয় সহায়-সম্বলহীন যুবক তাদের ঈমান বাঁচানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কালামে পাকে এ কাহিনীর উল্লেখ করে বলেন : গুহায় আশ্রয় নেবার কালে তারা এভাবে দু'আ করেছিলেন :

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا -

পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করো। আর আমাদের গোটা ব্যাপারটা তুমি সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে গড়ে দাও। (সূরা ১৮ আল কাহাফ : ১০)

গ. ফেরাউনের স্ত্রীর দু'আ

মিসরের তৎকালীন প্রতাপশালী কাফির শাসক ফেরাউন। তার স্ত্রী (আছিয়া) বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছেন। তিনি হয়েছেন আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পনকারী মুসলিম। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে মুসলিম হবার কারণে ফেরাউন তাঁর উপর চরম অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালায়। কিন্তু চরম যুলুম-অত্যাচারের মুখেও তিনি ঈমানের পথ ত্যাগ করেননি।

তৎকালীন বিশ্বের সবচাইতে উন্নত এবং সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি তার স্বামী ফেরাউন। তৎকালীন বিশ্বের সবচাইতে সুন্দর মনোরম রাজপ্রাসাদের তিনি রাণী। গোটা দেশের তিনি ফার্স্ট লেডি। আরাম-আয়েশ, সুখ-সম্ভোগ, শান-সওকত, সাজ-সরঞ্জামের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

কিন্তু দুনিয়ার সবচাইতে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এ পথ তার নয়। দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশকে পদাঘাত করে তিনি দূরে নিক্ষেপ করলেন। দুনিয়ার রাজপ্রাসাদ তার কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। দুনিয়ার প্রাসাদ নয়, তিনি জান্নাতের প্রাসাদ চান। এজন্যে তিনি চরম অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করেন। চরম যুলুমের চাকায় পিষ্ট হওয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন : رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ –

অর্থ : পরওয়ারদিগার! তোমার নিকট জান্নাতে আমাকে একটি ঘর বানিয়ে দাও। (সূরা ৬৬ আত্‌তাহরীম : ১১)

ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যেও তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন : وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

অর্থ : (পরওয়ারদিগার!) আর আমাকে ফেরাউন ও তাঁর কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো এবং এই যালেম লোকদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। (সূরা ৬৬ আত্‌তাহরীম : ১১)

১৮

মুজাহিদদের দু'আ

ক. তালুত বাহিনীর দু'আ

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পর বনি ইসরাঈলরা তাদের কোনো একজন নবীকে বললো : 'আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন, যেনো আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করতে পারি।' আল্লাহ্ তাদের জন্যে তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেন। তালুত যখন খোদাদ্রোহী ও অত্যাচারী জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা করেন, তখন তিনি তাঁর বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন : "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই করবেন। যে ব্যক্তি নদীর পানি পান করবে, সে আমার সংগী নয়। আমার সংগী কেবল তারাই হবে, যারা নদী অতিক্রমকালে তা থেকে পানি পান করবেনা। অবশ্য দু'এক অঞ্জলি পান করা স্বতন্ত্র কথা"[১৪] কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া বাকি সবাই আকণ্ঠ পানি পান করে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো : 'জালুত এবং তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি সাহস আমাদের নেই।' কিন্তু খোদার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খী মুজাহিদদের ক্ষুদ্র একটি দল ময়দানে জং-এর দিকে রওয়ানা করে বললো :

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অর্থ : কতোবার এমন দেখা গেছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি ক্ষুদ্র দল বিরাট বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ্ দৃঢ়তা অবলম্বনকারী লোকদের সাথেই থাকেন। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৪৯)

অতপর ক্ষুদ্র বাহিনী যখন খোদাদ্রোহী জালুত এবং তার সেনা বাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা তাদের পরওয়ারদিগারের দরবারে দু'আ করলো:

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থ : ওগো আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের দৃঢ়তা দান করো। (ময়দানে) আমাদের কদম অটল, অবিচল ও সুদৃঢ় রাখো আর কাফের বাহিনীর উপর আমাদের বিজয় দান করো। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৫০)

---

১৪. সূরা ২ আল বাকারা : ২৪৯।

বস্তুত আল্লাহ্র উপর দৃঢ় আস্থাশীল মুজাহিদদের আল্লাহ্ অবশ্যই বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন : فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ –

অর্থ : শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা কাফেরদের পরাজিত করে দিলো। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৫১)

খ. নবীগণের সাথি মুজাহিদদের দু'আ

ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে দেয়ার মিথ্যা খবর প্রচারিত হয়ে পড়লে সাহাবাগণের অনেকেই নবী পাকের মৃত্যুশোকে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাছাড়া দ্বিমুখী আক্রমণের ফলে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কিছুটা ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। অনেকেই মনোবল হারিয়ে ফেলেন। এ যুদ্ধের পরাজয়ে কিছু লোকের মন ভেংগে পড়েছিল এবং কিছুদিন পর্যন্ত এ পরাজয়ের প্রভাব তাঁদের উপর ক্রিয়াশীল ছিলো। এরি প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা অহী নাযিল করেন :

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই নয়। তার পূর্বেই অনেক রসূল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (তার আদর্শ থেকে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যারা বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, তারা আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা আর যারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে এর প্রতিফল আল্লাহ্ দান করবেন। ...এর পূর্বে আরো কতো নবী এসেছিল। বহু আল্লাহ্ওয়ালা লোক তাদের সাথে মিলে লড়াই করেছে। আল্লাহ্র পথে তাদের উপর যতো বিপদই এসেছিল, সে জন্যে তারা হতাশ হয়ে যায়নি। দুর্বলতা দেখায়নি। (বাতিলের সামনে) মাথা নতো করেনি। বস্তুত, আল্লাহ্ এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরই পছন্দ করেন। তারা তো কেবল এই দু'আই করতো :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করো। আমাদের কাজে কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘিত হয়েছে, তা মাফ করে দাও। আমাদের কদম মজবুত করে দাও। আর কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান ১৪৭)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দান করেন, আর তা থেকে

উত্তম পরকালীন সওয়াবও দান করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ এরূপ মুহ্সিন লোকদেরই ভালোবাসেন।[১৫]

গ. সাবেক দীনি ভাইদের জন্যে দু'আ

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : তারা তাদের পূর্বগামী ভাইদের জন্যে এভাবে মাগফিরাতের দু'আ করে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাদের মাফ করে দাও। আর মাফ করে দাও আমাদের সেসব ভাইদের, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। প্রভু, আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্যে কোনো প্রকার হিংসা ও শত্রুভাব রেখোনা। পরওয়ারদিগার! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ১০)

১৫. সূরা আলে ইমরান : ১৪৪-১৪৮।

সালেহীনদের দু'আ

আল্লাহ্ তাবারুকু ওয়া তায়ালা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মুমিন ও সালেহ বান্দাদের দু'আর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাদের দিল আল্লাহ্‌র রজ্জুতে বাঁধা, পরকালের নাজাত আর দয়াময় রহমানের সন্তোষ লাভ যাদের জীবনোদ্দেশ্য, কী মধুর ডাকে তারা তাদের মনিবকে ডাকে। কি নিবিড় সান্নিধ্য তারা মওলার লাভ করে, তাদের দু'আয় সে প্রাণে স্পন্দন ফুটে ওঠে।

হেদায়েত লাভ করার পর, এ পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হয়, তাই তারা আল্লাহ্‌র রহম কামনা করে :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! তুমিই যখন আমাদের হেদায়েত দান করেছো, তখন আমাদের মনে তুমি কোনো প্রকার বক্রতা ও জটিলতা সৃষ্টি করোনা। তোমার মেহেরবানির ভাণ্ডার থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করো। কারণ, প্রকৃত দাতা তুমিই। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৮)

যে সব খোদাভীরু লোক আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও জান্নাত লাভ করবেন তারা এভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা ও মুক্তি কামনা করেন :

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমরা ঈমান এনেছি। তুমি আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৬)

আল্লাহ্ পাক বলেন, কিছু লোক আছে, তারা দুনিয়াতেই সবকিছু পেতে চায়। এদের জন্যে আখিরাতে কোনো অংশ নেই। এমন কিছু লোকও আছে, যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণই কামনা করে। তারা এভাবে দু'আ করে :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো আর আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। (সূরা ২ আল বাকারা : ২০১)

- এঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : এরা নিজেদের কাজ অনুযায়ী উভয় স্থানেই কল্যাণ লাভ করবে।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা এভাবে দু'আ করে :

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

অর্থ : ওগো আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এ আযাব তো সাংঘাতিক প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান হিসেবে এটা বড়ই জঘন্য। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : ৬৫-৬৬)

এসব লোকের আরো বৈশিষ্ট এই যে, তারা সন্তান ও বিবিদের জন্যেও দু'আ করে :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও। আর আমাদের মুত্তাকি লোকদের অগ্রগামী বানাও। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : ৭৪)

আল্লাহ্ তাঁর সালেহ বান্দাদের পিতামাতার জন্যেও নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন : رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا –

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমার পিতামাতার প্রতি রহম করো। যেমন করে মায়া-মমতা আর স্নেহ বিজড়িত হৃদয়ে তারা ছোটবেলায় আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : ২৪)

সালেহ লোকদের আর একটি দু'আ এরূপ :

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

অর্থ : প্রভু আমার! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার সেসব নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করি, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো। আর যেনো এমন নেক আমল করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমার সন্তানদেরও সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। তোমার সমীপে আমি তওবা করছি। আর আমি তোমার অনুগতদের একজন। (সূরা ৪৬ আল আহকাফ : ১৫)

পরম দয়াময় ক্ষমাশীল রাব্বুল আলামীন মুমিনদের এভাবেও দু'আ করতে শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ : পরওয়ারদিগার! ভুলবশত, আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, তার জন্যে আমাদের পাকড়াও করোনা। মওলা! আমাদের উপর সেরূপ বোঝা চাপিয়ে দিয়োনা, যেরূপ দিয়েছিলে পূর্ববর্তী লোকদের উপর। প্রভু ওগো! যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়োনা। আমাদের প্রতি সদয় হও। আমাদের মাফ করে দাও। আর আমাদের প্রতি রহম করো। তুমিই তো আমাদের মওলা! কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য করো। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৮৬)

(২০)

যানবাহনে উঠার দু'আ

যান বাহন চালানোর সময় এবং যান বাহনে আরোহণ করার সময় আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাহকে তাঁর নিকট দু'আ করার কথা বলেছেন। মানুষকে চিন্তা করা উচিত, যে মহান আল্লাহ্ তাকে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকা, জাহাজ চালানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; কিছু জানোয়ারকে অধীন করে দিয়েছেন সেগুলোর পিঠে সওয়ার হবার জন্যে; আকাশ পথে ও স্থল পথে দ্রুতগামী যানবাহনকে তার নিয়ন্ত্রণের অধীন করে দিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি কতো বড় করুণা করেছেন। এসব মহা মূল্যবান নিয়ামত ভোগ ব্যবহার করার সময় একজন জিন্দাদিল মানুষের অন্তর তো নিয়ামতের অনুভূতি এবং নিয়ামতের শোকর আদায়ের ভাব ধারায় ভরপুর হয়ে উঠা উচিত। এ জন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

"তিনি সমস্ত জোড়া পয়দা করেছেন আর তিনিই তোমাদের জন্যে নৌযান ও জন্তু-জানোয়ারকে যান বাহন বানিয়েছেন যেনো তোমরা তার পিঠে আরোহণ করতে পারো। আর যখন তোমরা তার পিঠে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

অর্থ : মহান পবিত্র তিনি, যিনি এ জিনিসগুলোকে আমাদের জন্যে অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে বশ করতে সক্ষম ছিলামনা। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের রবের নিকট ফিরে যেতেই হবে।" (সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ : ১৩-১৪)

২১

ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ হবার দু'আ

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

যখন তুমি ভুলে যাও তখন তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো :

عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا –

অর্থ : আশা রাখি, আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা ও কর্মনীতির দিকে আমাকে পরিচালিত করবেন। (সূরা ১৮ আল কাহাফ : ২৪)

◆ ইন্‌শাল্লাহ বলবে

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْىءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ﴿٢٤﴾

অর্থ : মনে রেখো, কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো এমন কথা বলোনা যে : 'আমি কাল এ কাজ করবো।' (তুমি আসলে কিছুই করতে পারোনা) যদি আল্লাহ্ তা না চান। (সূরা ১৮ আল কাহাফ : ২৩-২৪)

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঈমানদার লোকদেরকে এই হেদায়াত দান করেছেন যে, "কালই আমি অমুক কাজ করবো" এরূপ দাবি করে তোমরা কখনো কথা বলোনা। কেননা কাল তোমরা সে কাজ করতে পারবে কিনা তা তোমাদের কিছুই জানা নেই। তোমরা তো গায়েব জানোনা। আর নিজেদের কাজ-কর্মে তোমরা এতোটা স্বাধীন ও সেচ্ছানুসারীও নও যে, যাই করতে চাইবে, তাই করতে সক্ষম হবে। এ কারণে অসতর্কতারশত এ ধরনের কথা কখনো মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লে সংগে সংগেই তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ এ ভুলের জন্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। আর যখনই ভবিষ্যতের করণীয় কোনো কিছু সম্পর্কে কথা বলবে, তখন অবশ্যই সেই সাথে اِنْ شَآءَ اللّٰهُ 'ইন্‌শাল্লাহ' (যদি আল্লাহ্ চান) বলবে।

২২

আসমাউল হুসনা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى –

অর্থ : আল্লাহ্! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নাম সমূহ। (সূরা ২০ তোয়াহ : ৮)

বস্তুত, আল্লাহ্ তায়ালাই সমস্ত সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মালিক। তিনি নিজেই কুরআন মজীদে তাঁর গুণ ও সিফাত সমূহের বর্ণনা করেছেন। কুরআনে তাঁর অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এসব নাম তাঁর বিশাল বিস্তৃত কুদরতের প্রকাশবহ। কোনো নাম তাঁর দোর্দণ্ড ক্ষমতা ও শক্তির কথা প্রকাশ করে, কোনো নাম তাঁর পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল হবার কথা প্রকাশ করে, কোনো নাম তাঁর প্রতিপালক, জীবিকা দানকারী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী হবার কথা বুঝায়। আবার কোনো নাম তাঁর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও মালিক হবার কথা বুঝায়। এমনি করে তাঁর প্রতিটি নামই তাঁর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও কুদরতের কথা প্রকাশ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আল্লাহ্র এক কম একশ' অর্থাৎ- নিরানব্বই নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে হেফাজত করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। (বুখারি)

মূলত, আল্লাহ্র নাম সমূহের হেফাযত করার অর্থ হচ্ছে এগুলোকে জানা, বুঝা, আয়ত্ব করা, এগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল করা, নিজ যিন্দেগীতে আল্লাহ্র সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং এসব নামে আল্লাহ্কে ডাকার মাধ্যমে তাঁর এসব গুণ ও সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا –

অর্থ : সুন্দরতম নাম সমূহের মালিক আল্লাহ্। সুতরাং সেসব নাম ধরে তোমরা তাঁকে ডাকো। (সূরা ৭ আল আরাফ : ১৮০)

তাই, কুরআন মজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের দু'আ ও অন্যান্য দু'আয় দেখা যায়, আল্লাহ্র 'রব' 'মওলা' 'অলী' প্রভৃতি গুণবাচক নামের ব্যবহার অধিক অধিক হয়েছে।

তবে আল্লাহ্র সবগুলো নামই সুন্দর। এ নামগুলোর যেটি ধরেই তাঁকে ডাকা হোক, তাতেই তিনি খুশি হন। তিনি বলেন :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

অর্থ : হে নবী! ওদের বলো : তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাকো কিংবা রহমান বলে, যে নামেই তাঁকে ডাকো, মূলত সুন্দরতম নাম সমূহ তাঁর। (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১১০)

আমাদেরকে আল্লাহ্র সবগুলো নাম ও এগুলোর তাৎপর্য জানা উচিত। এগুলোর তাৎপর্য অনুযায়ী এসব নামে তাঁকে স্মরণ করা ও ডাকা উচিত, তাঁর নিকট দু'আ ও আবেদন-নিবেদন করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্র এসব নাম থেকে কোনো মুমিন ব্যক্তির গাফেল থাকা উচিত নয়। মূলত, গুনবাচক নাম সমূহের মাধ্যমেই আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব। এসব নামের সঠিক তাৎপর্য জানা না থাকলে এসব বিষয়ে শিরক অনুপ্রবেশের আশংকা থাকে।

কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ্র বহু গুণবাচক নামের উল্লেখ হয়েছে। হাদিসে এর সংখ্যা নিরানব্বই বলা হয়েছে। আসলে এ নিরানব্বই সংখ্যাটি আধিক্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কুরআনের 'আসমাউল হুসনা' শব্দগুলো থেকেও তাই বুঝা যায়। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং মুসতাদরকে হাকিমে নিরানব্বইটি নাম সম্বলিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে যে নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ হয়েছে, তাতে এমন ২৬টি নাম আছে, যা ইবনে মাজাহ এবং মুসতাদরকে নেই। ইবনে মাজাহ বর্ণিত নিরানব্বইটি নামের মধ্যে এমন ২৬টি নাম আছে, যেগুলো তিরমিযী এবং মুসতাদরকে নেই। আবার মুসতাদরকে বর্ণিত নিরানব্বই নামের মাঝে এমন ২০টি নাম আছে যেগুলো অপর দুটি গ্রন্থে নেই। এভাবে নামের সংখ্যা বেড়ে গেছে।* তবে একই মূল শব্দ থেকে দুইটি/তিনটি নাম গঠিত হয়েছে এমন বেশ কিছু নাম আছে। এখানে আমরা সূত্রসহ উপরোক্ত তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করছি। এর ফলে আল্লাহ্র নাম সমূহ জানা বুঝা সহজ হবে বলে আশা করি।

---

* সম্ভবত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নামের সংখ্যা ৯৯টি উল্লেখ করেছেন আল্লাহর নামের আধিক্য বুঝাবার জন্যে। তাই সাহাবাগণকে বলার সময় ৯৯টির অনেক বেশি বলেছেন। কিন্তু সাহাবীগণ হয়তো নির্দিষ্ট ৯৯টি বুঝেছেন এবং বর্ণনা করার সময়ও ৯৯টিই বর্ণনা করেছেন।

১ তিরমিযী > ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব > সফওয়ান ইবনে সালেহ > অলীদ ইবনে মুসলিম > শুয়াইব ইবনে আবী হামযা > আবু যিনাদ > আ'রাজ > আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ব করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নামগুলো হলো :

اَلْقُدُّوْسُ	اَلْمَلِكُ	اَلرَّحِيْمُ	هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ		
اَلْمُتَكَبِّرُ	اَلْجَبَّارُ	اَلْعَزِيْزُ	اَلْمُهَيْمِنُ	اَلْمُؤْمِنُ	اَلسَّلَامُ
اَلْوَهَّابُ	اَلْقَهَّارُ	اَلْغَفَّارُ	اَلْمُصَوِّرُ	اَلْبَارِئُ	اَلْخَالِقُ
اَلْخَافِضُ	اَلْبَاسِطُ	اَلْقَابِضُ	اَلْعَلِيْمُ	اَلْفَتَّاحُ	اَلرَّزَّاقُ
اَلْحَكَمُ	اَلْبَصِيْرُ	اَلسَّمِيْعُ	اَلْمُذِلُّ	اَلْمُعِزُّ	اَلرَّافِعُ
اَلْغَفُوْرُ	اَلْعَظِيْمُ	اَلْحَلِيْمُ	اَلْخَبِيْرُ	اَللَّطِيْفُ	اَلْعَدْلُ
اَلْحَسِيْبُ	اَلْمُقِيْتُ	اَلْحَفِيْظُ	اَلْكَبِيْرُ	اَلْعَلِىُّ	اَلشَّكُوْرُ
اَلْحَكِيْمُ	اَلْوَاسِعُ	اَلْمُجِيْبُ	اَلرَّقِيْبُ	اَلْكَرِيْمُ	اَلْجَلِيْلُ
اَلْوَكِيْلُ	اَلْحَقُّ	اَلشَّهِيْدُ	اَلْبَاعِثُ	اَلْمَجِيْدُ	اَلْوَدُوْدُ
اَلْمُبْدِئُ	اَلْمُحْصِىْ	اَلْحَمِيْدُ	اَلْوَلِىُّ	اَلْمَتِيْنُ	اَلْقَوِىُّ
اَلْوَاجِدُ	اَلْقَيُّوْمُ	اَلْحَىُّ	اَلْمُمِيْتُ	اَلْمُحْيِىْ	اَلْمُعِيْدُ
اَلْمُقَدِّمُ	اَلْمُقْتَدِرُ	اَلْقَادِرُ	اَلصَّمَدُ	اَلْوَاحِدُ	اَلْمَاجِدُ
اَلْوَالِىْ	اَلْبَاطِنُ	اَلظَّاهِرُ	اَلْاٰخِرُ	اَلْاَوَّلُ	اَلْمُؤَخِّرُ
اَلرَّؤُفُ	اَلْعَفُوُّ	اَلْمُنْتَقِمُ	اَلتَّوَّابُ	اَلْبَرُّ	اَلْمُتَعَالِىْ
اَلْجَامِعُ	اَلْمُقْسِطُ	ذُوْالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ		اَلْمُلْكِ	مَالِكُ
اَلنُّوْرُ	اَلنَّافِعُ	اَلضَّارُّ	اَلْمَانِعُ	اَلْمُغْنِىْ	اَلْغَنِىُّ
اَلصَّبُوْرُ	اَلرَّشِيْدُ	اَلْوَارِثُ	اَلْبَاقِىْ	اَلْبَدِيْعُ	اَلْهَادِىْ

২ ইবনে মাজাহ > হিশাম ইবনে আম্মার > আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ সুনআনী > আবুল মুনযের যুহায়ের ইবনে মুহাম্মদ তামিমী > মূসা ইবনে উকবা > আবদুর রহমান আ'রাজ > আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশ'টি। তিনি বিজোড় এবং বিজোড়কে ভালোবাসেন। যে তাঁর এই নামগুলো হিফাযত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নামগুলো হলো :

اَلظَّاهِرُ	اَلْآخِرُ	اَلْأَوَّلُ	اَلصَّمَدُ	اَلْوَاحِدُ	اَللّٰهُ
اَلْحَقُّ	اَلْمَلِكُ	اَلْمُصَوِّرُ	اَلْبَارِئُ	اَلْخَالِقُ	اَلْبَاطِنُ
اَلْمُتَكَبِّرُ	اَلْجَبَّارُ	اَلْعَزِيْزُ	اَلْمُهَيْمِنُ	اَلْمُؤْمِنُ	اَلسَّلَامُ
اَلْبَصِيْرُ	اَلسَّمِيْعُ	اَلْخَبِيْرُ	اَللَّطِيْفُ	اَلرَّحِيْمُ	اَلرَّحْمٰنُ
اَلْحَمِيْدُ	اَلْجَلِيْلُ	اَلْمُتَعَالُ	اَلْبَارُّ	اَلْعَظِيْمُ	اَلْعَلِيْمُ
اَلْحَكِيْمُ	اَلْعَلِيُّ	اَلْقَاهِرُ	اَلْقَادِرُ	اَلْقَيُّوْمُ	اَلْحَيُّ
اَلشَّكُوْرُ	اَلْوَدُوْدُ	اَلْوَهَّابُ	اَلْغَنِيُّ	اَلْمُجِيْبُ	اَلْقَرِيْبُ
اَلْغَفُوْرُ	اَلْعَفُوُّ	اَلرَّاشِدُ	اَلْوَالِي	اَلْوَاجِدُ	اَلْمَاجِدُ
اَلْوَلِيُّ	اَلْمَجِيْدُ	اَلرَّبُّ	اَلتَّوَّابُ	اَلْكَرِيْمُ	اَلْحَلِيْمُ
اَلْمُعِيْدُ	اَلْمُبْدِئُ	اَلرَّؤُوْفُ	اَلْبُرْهَانُ	اَلْمُبِيْنُ	اَلشَّهِيْدُ
اَلنَّافِعُ	اَلضَّارُّ	اَلشَّدِيْدُ	اَلْقَوِيُّ	اَلْوَارِثُ	اَلْبَاعِثُ
اَلْبَاسِطُ	اَلْقَابِضُ	اَلرَّافِعُ	اَلْخَافِضُ	اَلْوَافِيْ	اَلْبَاقِيْ
ذُوْالْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ		اَلرَّزَّاقُ	اَلْمُقْسِطُ	اَلْمُذِلُّ	اَلْمُعِزُّ
اَلسَّامِعُ	اَلْفَاطِرُ	اَلْوَكِيْلُ	اَلْحَافِظُ	اَلدَّائِمُ	اَلْقَائِمُ
اَلْهَادِيُّ	اَلْجَامِعُ	اَلْمَانِعُ	اَلْمُمِيْتُ	اَلْمُحْيِي	اَلْمُعْطِيْ
اَلْمُنِيْرُ	اَلنُّوْرُ	اَلصَّادِقُ	اَلْعَالِمُ	اَلْأَبَدُ	اَلْكَافِيْ
اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ	اَلصَّمَدُ	اَلْأَحَدُ	اَلْوِتْرُ	اَلْقَدِيْمُ	اَلتَّامُّ
			وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ -		

(اسماء الله عزوجل)

৩ হাকিম > আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান > আমীর আবু হাইছাম > খালিদ ইবনে আহমদ > আবু আসাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বলখী > খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ > মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ও আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ > হাসান ইবনে সুফিয়ান > আহমদ ইবনে সুফিয়ান আন নাসায়ী > খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ > আবদুল আযীয ইবনে হুসাইন > আইয়ুব সিখতিয়ানী ও হিশাম ইবনে হাসান > মুহাম্মদ ইবনে সীরীন > আবু হুরাইরা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ব করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো হলো :

اَلْمَلِكُ	اَلرَّبُّ	اَلْاِلٰهُ	اَلرَّحِيْمُ	اَلرَّحْمٰنُ	اَللّٰهُ
اَلْجَبَّارُ	اَلْعَزِيْزُ	اَلْمُهَيْمِنُ	اَلْمُؤْمِنُ	اَلسَّلَامُ	اَلْقُدُّوْسُ
اَلْعَلِيْمُ	اَلْحَلِيْمُ	اَلْمُصَوِّرُ	اَلْبَارِئُ	اَلْخَالِقُ	اَلْمُتَكَبِّرُ
اَللَّطِيْفُ	اَلْوَاسِعُ	اَلْقَيُّوْمُ	اَلْحَيُّ	اَلْبَصِيْرُ	اَلسَّمِيْعُ
اَلْغَفُوْرُ	اَلْوَدُوْدُ	اَلْبَدِيْعُ	اَلْمَنَّانُ	اَلْحَنَّانُ	اَلْخَبِيْرُ
اَلْاَوَّلُ	اَلنُّوْرُ	اَلْمُعِيْنُ	اَلْمُبْدِئُ	اَلْمَجِيْدُ	اَلشَّكُوْرُ
اَلْقَادِرُ	اَلْوَهَّابُ	اَلْغَفَّارُ	اَلْبَاطِنُ	اَلظَّاهِرُ	اَلْاٰخِرُ
اَلْمُغِيْثُ	اَلْوَكِيْلُ	اَلْبَاقِيْ	اَلْكَافِيْ	اَلصَّمَدُ	اَلْاَحَدُ
اَلنَّصِيْرُ	اَلْمَوْلٰى	وَالْاِكْرَامِ	ذُوْالْجَلَالِ	اَلْمُتَعَالُ	اَلدَّائِمُ
اَلْمُحْيِ	اَلْمُجِيْبُ	اَلْبَاعِثُ	اَلْمُنِيْبُ	اَلْمُبِيْنُ	اَلْحَقُّ
اَلْكَبِيْرُ	اَلْمُحِيْطُ	اَلْحَفِيْظُ	اَلصَّادِقُ	اَلْجَمِيْلُ	اَلْمُمِيْتُ
اَلْوِتْرُ	اَلْقَدِيْمُ	اَلتَّوَّابُ	اَلْفَتَّاحُ	اَلرَّقِيْبُ	اَلْقَرِيْبُ
اَلْغَنِيُّ	اَلْعَظِيْمُ	اَلْعَلِيُّ	اَلْعَلَامُ	اَلرَّزَّاقُ	اَلْفَاطِرُ
اَلْمَالِكُ	اَلْمُدَبِّرُ	اَلرَّؤُفُ	اَلْاَكْرَمُ	اَلْمُقْتَدِرُ	اَلْمَلِيْكُ
اَلشَّهِيْدُ	اَلرَّفِيْعُ	اَلشَّاكِرُ	اَلْهَادِيْ	اَلْقَدِيْرُ	اَلْقَاهِرُ
اَلْكَفِيْلُ	اَلْخَلَّاقُ	ذُوْالْفَضْلِ	ذُوْالْمَعَارِجِ	ذُوْالطَّوْلُ	اَلْوَاحِدُ
				اَلْكَرِيْمُ	اَلْجَلِيْلُ

আমরা এখানে আল্লাহ্‌র নাম সমূহের অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করছি :

১. اَللّٰهُ : এ হচ্ছে বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্বের নাম। সমস্ত গুণরাজি, যাবতীয় কল্যাণ ও পুত-পবিত্রতার শিরমণি এ নাম। তিনি ছাড়া এ নাম আর কখনো কারো জন্যে ব্যবহৃত হয়নি- এবং হতে পারবেনা। সৃষ্টি, ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রশংসা ও করুণার উৎস এ নাম। এ নাম সৃষ্টির আগে থেকে ছিলো। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও থাকবে। এ নামের অস্তিত্ব অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, চিরন্তন-শাশ্বত : اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى -

অর্থ : আল্লাহ্! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই জন্যে সমস্ত সুন্দরতম নাম। (সূরা ২০ তোয়াহা : ৯) - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থ : আল্লাহ্! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৫৫)

গোলামী-দাসত্ব, আনুগত্য আত্মসমর্পণ, ত্যাগ-তৎপরতা, এসব কিছু তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে। সমস্ত কামনা-বাসনা-ইচ্ছা তাঁকেই জানাতে হবে। সাহায্য তাঁর নিকটই চাইতে হবে। তাঁকেই ভয় করতে হবে। সমস্ত প্রেম ও ভালোবাসা তাঁরই জন্যে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

২. اَلْاِلٰهُ : 'ইলাহ্' শব্দটি মূলত আল্লাহ্ তায়ালার সিফাত বা গুণবাচক নাম সমূহের কেন্দ্রবিন্দু। ইলাহ এমন একটি পরিভাষা- যার অর্থ মানবীয় কোনো ভাষায়ই এক শব্দ বা এক বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ইলাহ দ্বারা বুঝায় নিরঙ্কুশ মালিকানা, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার।

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ -

অর্থ : আসমান ও যমীনে তিনি একজনই ইলাহ। অর্থাৎ আসমান ও যমীনের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি একজনই এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্যে যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন তা সবই তাঁর আছে। (সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ : ৮৪)

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۞ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۞

অর্থ : তিনিই আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কোনো 'ইলাহ' নেই। দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্যে। একমাত্র তিনিই ক্ষমতা, নির্দেশ দান ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে। বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো আল্লাহ্ যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন, তবে তোমাদেরকে প্রভাত এনে দিতে পারে- এমন কোনো 'ইলাহ' আছে কি? তোমাদের কি শ্রবণ শক্তি নেই। বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো আল্লাহ্ যদি কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তোমাদের উপর দিন চাপিয়ে দেন, তবে বিশ্রাম লাভের জন্য তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে- এমন কোনো 'ইলাহ' আছে কি? তোমাদের কি দৃষ্টি শক্তি নেই? (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৭০-৭২)

কুরআন মজীদে 'ইলাহ' শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে। এসব প্রয়োগের সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র ইলাহ বিশেষণটি দ্বারা সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব রাজত্ব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্র এ নামের দাবি হচ্ছে এই যে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে মেনে নেবে এবং শুধুমাত্র তাঁকেই অভাব পূরণকারী, সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি দানকারী, আশ্রয় দানকারী, সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানকারী, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণকারী এবং আহবানে সাড়া দানকারী মেনে নেবে, তাকে উপাস্য ও আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী মেনে নেবে।

'ইলাহ'র অধিকার বা দাবিকে যারা নফস, সমাজ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শক্তিশালী ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা অন্য যে কারো বা কিছুর প্রতি আরোপ করে তারা শিরক করে।

৩. اَلرَّبُّ : এর মৌলিক ও প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে 'প্রতিপালক'। কিন্তু এই মূল অর্থের ভিত্তিতে কুরআনে ও আরবদের ভাষায় এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক

ও বিস্তারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব অর্থকে মৌলিকভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী, প্রশিক্ষণদানকারী ও ক্রমবিকাশদাতা। যেমন : رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থ : হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সূরা ২০ তোয়াহা : ১১৪)

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ -

অর্থ : ইউসুফ বললো : আল্লাহ্‌র আশ্রয়! আমার রব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় রেখেছেন। (সূরা ১২ ইউসুফ : ২৩)

খ. দায়িত্বশীল, তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক এবং অবস্থার সংশোধন ও পরিবর্তনের দায়িত্বশীল।

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ۝ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

অর্থ : বিশ্ব-নিখিলের 'রব' যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, পানাহার করান, আমি পীড়িত হলে আরোগ্য দান করেন। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যসব (রব) তো আমার দুশমন। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : ৭৭-৮০)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا -

অর্থ : তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই, তাঁকেই সকল ব্যাপারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করো। (সূরা ৭৩ আল মুজ্জাম্মিল : ৯)

গ. কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী, দানকারী, আনুগত্য লাভের অধিকারী, এমন ক্ষমতাশালী যার নির্দেশ ও কর্তৃত্ব সকলকে মেনে চলতে হয়।

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থ : (এই শর্তে একমত হও যে) আমাদের (উভয় পক্ষের) কেউ যেনো আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও রব না বানায়। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৬৪)

ঘ. মালিক ও মনিব। رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ -

অর্থ : তিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক। যেসব বস্তুর উপর সূর্যোদয় হয়, তিনি সেগুলোরও মালিক। (সূরা ৩৭ আস্ সাফ্ফাত : ৫)

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

অর্থ : সুতরাং তাদের উচিত এই (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা, যিনি তাদের রিযিক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন। (সূরা ১০৬ আল কোরাইশ : ৩-৪)

এভাবে 'রব' শব্দটি কুরআনে কোথাও পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও সবগুলো অর্থের সমন্বয়ে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে, যিনি সারে-জাহানের 'রব'। (সূরা ১ ফাতিহা : আয়াত ১)

মোটকথা, আল্লাহ্কে 'রব' মেনে নেয়ার অর্থ হলো, আমি একমাত্র আল্লাহ্কেই নিজের মালিক, মনিব, মুরুব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষণকারী, শাসক, আইনদাতা, নির্দেশ দানকারী, আনুগত্যের অধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক মেনে নিয়েছি।

৪. اَلْحَاكِمُ : যখন আল্লাহ তায়ালার বিশেষণ হিসেবে 'আল-হাকিম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় : আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই। আইন-বিধান ও হুকুম দানের ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে। وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ -

অর্থ : তাদের নিকট তাওরাত আছে। তাতে আল্লাহ্র আইন ও বিধান লিখিত আছে। (সূরা ৫ আল মায়েদা : ৪৩)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ -

অর্থ : নির্দেশ দান, শাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তার ছাড়া আর কারো গোলামী করোনা- আইন বিধান মেনে নিয়োনা। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৪০)

৫. اَلْحَكَمُ : 'হাকাম' এবং পূর্বের 'হাকিম'-এ শব্দদ্বয় মূলগত অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাকিম মানে হুকুম কর্তা, আইন ও বিধান দাতা আর 'হাকাম' মানে- আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচারকর্তা ফায়সালাকারী। আল্লাহ্‌র বিশেষণ 'আল-হাকাম' মানে- তিনিই একমাত্র বিচারকর্তা, নিরঙ্কুশ ফায়সালাকারী। তাঁর ফায়সালাই সকলকে মেনে নিতে হবে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا -

অর্থ : আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ফায়সালাকারী খুঁজবো? (সূরা ৬ আল আনয়াম : ১১৪)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : তারা কি জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে। অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী কে আছে? (সূরা ৫ আল মায়েদা : ৫০)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

অর্থ : তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন যেনো ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা করো। (সূরা ৪ আন্ নিসা : ৫৮)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ -

অর্থ : তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আইন-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করো। (সূরা ৫ আল মায়েদা : ৪৯)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারা কাফির। (সূরা ৫ আল মায়েদা : ৪৪)

وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ-

অর্থ : (নূহ বলল : হে আল্লাহ্!) নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমিই সব বিচারকের সেরা বিচারক। (সূরা ১১ হূদ : ৪৫)

৬. اَلْحَكِيْمُ : মূল শব্দ 'হিকমাত'। এর অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৌশল-প্রকৌশল এবং প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা। আর আল্লাহ্ তায়ালার 'হাকীম' হওয়ার অর্থ এই যে, তিনিই সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৌশল-প্রকৌশল ও

বিজ্ঞতার উৎস ও আধার। সৃষ্টির কাঠামো ও বান্দাহদের যাবতীয় মোয়ামেলার তিনি সুকৌশলে ও বিজ্ঞতার সাথে ফায়সালা করেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

অর্থ : আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞতা ও কৌশলের আধার। (সূরা ৭৬ আদ্ দাহার : আয়াত ৩০)

৭. اَلْخَالِقُ : অর্থাৎ আল্লাহ্ সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী। অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিনিই সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টির 'নকশা' প্রস্তুতকারী।

৮. اَلْبَارِئُ : অস্তিত্ব দানকারী। অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ শূন্যতার বা অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

৯. اَلْمُصَوِّرُ : আকৃতি দানকারী।

আল্লাহ্ তায়ালাই গোটা সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরি করেন, অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকে উপযুক্ত ও পছন্দসই আকৃতি দান করেন : هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ -

অর্থ : তিনি আল্লাহ্! তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী, সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং আকৃতি দানকারী। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২৪)

১০. اَلْخَلَّاقُ : যে কোনো সময় যে কোনো প্রকার সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ۝

অর্থ : যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এরি মতো সৃষ্টির শক্তি রাখেননা? হাঁ অবশ্যই তিনি যে কোনো প্রকার সৃষ্টির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাখেন এবং এ ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিজ্ঞ। (সূরা ৩৬ ইয়াসীন : ৮১)

১১. اَلْقَادِرُ : মহা শক্তিধর। অর্থাৎ যে কোনো সময় যে কোনো শক্ত, কঠিন ও বিরাট কাজ করার তিনি শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন।

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

অর্থ : মানুষ কি ধারণা করছে যে, তার বিগলিত হাড় সমূহ আমরা একত্রিত করবোনা? হাঁ অবশ্যই তা করবো। তাকে পুনরায় পূর্ণাঙ্গভাবে

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

অর্থ : আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক -মওলা। তিনিই উত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী। (সূরা ২২ আল হজ্জ : ৭৮)

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

অর্থ : জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দানকারী। তিনি সর্বোত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী। (সূরা ৮ আল আনফাল : ৪০)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ -

অর্থ : (কাফেরদের এই অশুভ পরিণতির কারণ এই যে) তাদের কোনো মওলা নেই, অথচ আল্লাহ্ মুমিনদের মওলা। (সূরা ৪৭ মুহম্মদ : ১১)

اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থ : (হে আল্লাহ্!) তুমিই আমাদের মওলা। কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য করো। (সূরা ২ আল বাকারা : শেষ আয়াত)

১৬. اَلْمَالِكُ : অর্থাৎ আল্লাহ্ সেই সত্তা- যিনি সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তাঁর সম্মুখে সকলেই নি:স্ব অসহায় :

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ -

অর্থ : বলো : হে আল্লাহ্! সমগ্র রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছে করো রাজ্য দান করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ২৬)

১৭. اَلْمَلِكُ : সম্রাট-শাসক, কর্তা। অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ই নিখিল জগতের একমাত্র ও প্রকৃত সম্রাট। فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ -

অর্থ : আল্লাহ্ অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাবান। তিনিই প্রকৃত সম্রাট। (সূরা ২৩ আল মুমিনূন : আয়াত ১১৬)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝

অর্থ : বলো : আমি আশ্রয় চাই সমগ্র মানুষের রবের নিকট, সকল মানুষের সম্রাটের নিকট। (সূরা ১১৪ আন্ নাস : ১-২)

১৮. اَلرَّحْمٰنُ : অত্যাধিক দয়াপরবশ, দয়ার সাগর, অতিশয় অনুরাগী। অর্থাৎ- আল্লাহ্ সেই মেহেরবান সত্তা যিনি মানবজাতির প্রতি সীমাহীন

তৈরি করতে আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। (সূরা ৭৫ আল কিয়ামাহ : ৩-৪)

দশ নম্বরের আয়াতটিতেও 'কাদের' শব্দটির ব্যবহার দেখুন।

১২. اَلْقَدِيْرُ : শক্তি ও ক্ষমতার আধার। তিনি সকল কিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখেন : إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। (সূরা ২ আল বাকারা : ২০)

১৩. اَلْمُقْتَدِرُ : মহাশক্তিমান, স্বাধীন, প্রবল পরাক্রমশালী, কোনো কিছুতেই বাধ্য নন :

وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

অর্থ : আর ফেরাউনের লোকদের নিকট সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারি এসেছিলো। কিন্তু তারা আমার সমস্ত নিদর্শন মিথ্যা বলে অমান্য করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম প্রবল পরাক্রমশীলের পাকড়াও। (সূরা ৫৪ আল কামার : ৪১-৪২)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۞ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

অর্থ : খোদার নাফরমানী থেকে বিরত থাকা লোকেরা নিশ্চিতই জান্নাত ও ঝর্ণা সমূহের মধ্যে হবে। প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার স্থান মহাশক্তিমান স্বাধীন সম্রাটের নিকট। (সূরা ৫৪ আল কামার : ৫৪-৫৫)

১৪. اَلْوَلِىُّ: পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, অভিভাবক, বন্ধু।

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ –

অর্থ : আল্লাহ্ মুমিনদের সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন। (সূরা ২ আল বাকারা : ২৫৭)

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –

অর্থ : (ইউসুফ দু'আ করলো) আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! ইহকাল ও পরকালে তুমিই আমার অলী। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১)

১৫. اَلْمَوْلٰى : আশ্রয়দাতা, সাহায্যকারী, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক, বন্ধু।

অনুরাগী করুণাময়-দয়াপরবশ। তিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত সমূহ দ্বারা তাদের ভূষিত করেছেন :

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

অর্থ : দয়া ও অনুরাগের সাগর তিনি। তিনিই তো কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত ১-৪)

১৯. اَلرَّحِيْمُ : অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা- যার করুণা ও অনুগ্রহ চির প্রবহমান। তাঁর স্থায়ী রহমতের ধারা কখনো ছিন্ন হয়না। মুমিনদের প্রতি তাঁর রহমতের ধারা দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকবে :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا -

অর্থ : মুমিনদের প্রতি তাঁর করুণার ধারা অবিরাম প্রবহমান। (সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ৪৩)

২০. اَلْعَزِيْزُ : মহাপরাক্রমশালী। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী কার্যকর। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই, কিছুই নেই :

فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا -

সমস্ত ক্ষমতা-ইয্যতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। (সূরা ৪ আন নিসা : ১৩৯)

اِنَّ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ : আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (সূরা ৩১ লুকমান : ২৭)

২১. اَلْجَبَّارُ : অর্থাৎ তিনি অতিশয় কঠোর, অত্যন্ত জবরদস্ত, অদম্য শক্তির অধিকারী। সৃষ্টির যে কোনো শক্তি তাঁর সম্মুখে সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসহায়। সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করে পুন:সৃষ্টির তিনি দুর্বার ক্ষমতা রাখেন।

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

২২. اَلْقَهَّارُ : দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমতাধর, কঠিন শাস্তিদাতা।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

অর্থ : আজকে শাসন ও ফরমান কার হাতে? এক, একক আল্লাহ্র হাতে। যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ক্ষমতাধর ও কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : ১৬)

২৩. اَلْقَاهِرُ : অর্থাৎ তিনি বান্দাদের উপর শক্তি, ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার রাখেন :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ –

অর্থ : তিনি বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা ৬ আল আনয়াম-৬১)

২৪. اَلْقَوِیُّ : অতিশয় শক্তিশালী। তাঁর শক্তির নিকট কারো শক্তিই খাটেনা।

২৫. اَلشَّدِیْدُ : অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াওকারী, তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ রেহাই পাবেনা :

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝

অর্থ : এদের আচরণ হচ্ছে ফেরাউন এবং তার পূর্বেকার লোকদের আচরণের মতো। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ অস্বীকার করেছিল, অতএব তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জবরদস্ত শক্তিশালী, কঠিন শস্তিদাতা। (সূরা ৮ আল আনফাল : ৫২)

২৬. اَلْمُتَكَبِّرُ : গর্ব, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার কেউ নেই। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২৩)

২৭. اَلْكَبِیْرُ : অতিশয় বড় ও শ্রেষ্ঠ।

২৮. اَلْعَلِیُّ : চরম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ –

অর্থ : এবং নিশ্চিতই আল্লাহ্ অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ। (সূরা ৩১ লোকমান : ৩০)

২৯. اَلْمُتَعَالِ : সর্বাবস্থায় অতি উচ্চ, উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও মহান।

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ –

গোপন ও প্রকাশ্য সবই তিনি জ্ঞাত। তিনি শ্রেষ্ঠ মহান এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (সূরা ১৩ আর্ রা'দ : ৯)

৩০. اَلْاَعْلٰی : সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی –

অর্থ : তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা ৮৭ আল আলা : ১)

৩১. اَلْعَفُوُّ : অত্যাধিক ক্ষমাশীল।

৩২. اَلْغَفُوْرُ : অতিশয় দয়াদ্র, করুণাময়, ক্ষমাশীল।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا -

অর্থ : সে সময় বেশি দূরে নয় যখন আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল - করুণাময়। (সূরা ৪ আন নিসা : ৯৯)

৩৩. اَلشَّكُوْرُ : মর্যাদা দানকারী। সততা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার মূল্য দানকারী : وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ -

অর্থ : আর তারা বলবে : শোকর সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের চিন্তা দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব অতিশয় ক্ষমাশীল ও বিনীতের মর্যাদা দানকারী। (সূরা ৩৫ আল ফাতের : ৩৪)

৩৪. اَلْغَافِرُ : অপরাধ ক্ষমাকারী : غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ -

অর্থ : আল্লাহ্ই তো অপরাধ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ৩)

৩৫. اَلشَّاكِرُ : মূল্য ও মর্যাদা দানকারী। (সূরা ২ আল বাকারা : ১৫৮)

৩৬. اَلْغَفَّارُ : অতিশয় ক্ষমাশীল ও দানশীল।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا -

অর্থ : আমি বললাম : তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। (সূরা ৭১ নূহ : ১০)

৩৭. اَلرَّءُوْفُ : সীমাহীন অনুগ্রহ ও সহানুভূতিশীল: - وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ : আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি সীমাহীন কোমল ও সহানুভূতিশীল। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৭)

৩৮. اَلشَّهِيْدُ : তিনি সর্বত্র উপস্থিত, সব কিছুর সাক্ষ্য। প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ : إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

অর্থ : আর আল্লাহ্ সবকিছুর সাক্ষ্য। প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। (সূরা ২২ আল হজ্জ : ১৭)

৩৯. اَلسَّمِيْعُ : বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা তিনি শুনেন।

৪০. اَلْبَصِيْرُ : তাঁর নিখিল সাম্রাজ্যের প্রতিটি অনু-পরমাণুর উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর বান্দাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও আচরণের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন :

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং তিনি সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : আয়াত ২০)

৪১. اَلْعَالِمُ : প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সবকিছু তিনি জানেন। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২২)

৪২. اَلْعَلِيْمُ : অতিশয় জ্ঞানী, জ্ঞানের আধার। বান্দার প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা-কল্পনা ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি সঠিকভাবে জ্ঞাত :

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা ৩১ লোকমান : শেষ আয়াত)

৪৩. اَلْخَبِيْرُ : তিনি সব বিষয়ে খবর রাখেন : اَللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অর্থ : তোমাদের (ভালো-মন্দ) সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ্ খবর রাখেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা : ৮)

৪৪. اَلْمُحِيْطُ : পরিবেষ্টনকারী। অর্থাৎ কোনো কিছুই তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে নেই : وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ -

অর্থ : আল্লাহ্ তাদেরকে আড়াল থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা ৮৫ আল বুরুজ)

৪৫. اَلْمُؤْمِنُ : আশ্রয়, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দানকারী। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২৩)

৪৬. اَلْمُهَيْمِنُ : রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ই বান্দার প্রকৃত আশ্রয়দাতা, নিরাপত্তাদানকারী, অন্তরে প্রশান্তি দানকারী এবং প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা ৫৯ আল হাশর)

৪৭. اَلْحَافِظُ : সংরক্ষণকারী, নিরাপত্তাদানকারী, হেফাজতকারী।

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

অর্থ : আল্লাহ্ সর্বোত্তম রক্ষাকারী-সংরক্ষক। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৬৪)

৪৮. اَلْحَفِيْظُ : আসমান-যমীনের প্রতিটি জিনিসকে তিনি হেফাযত করেছেন। তিনি বান্দার হেফাযতকারী। اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার রব সবকিছুর হেফাযতকারী। (সূরা ১১ হুদ : ৫৭)

৪৯. اَلنَّصِيْرُ : প্রকৃত মদদগার-সাহয্যকারী।

هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

তিনিই তোমাদের মওলা সর্বোত্তম মওলা আর তিনি প্রকৃষ্ট সাহায্যকারী। (সূরা ২২ আল হজ্জ : শেষ আয়াত)

৫০. اَلرَّقِيْبُ : তিনি বান্দাদের তৎপরতার উপর পূর্ণ দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখেন।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ৪ আন নিসা : ১)

৫১. اَلْحَفِىُّ : তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও খেয়াল রাখেন। বান্দাদের প্রতি মেহেরবান। اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا -

অর্থ : অবশ্যই তিনি আমার প্রতি খেয়াল রাখেন। (সূরা ১৯ মরিয়ম : ৪৭)

৫২. اَلْمُجِيْبُ : দু'আ শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ -

অর্থ : যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৬)

৫৩. اَلْقُدُّوْسُ : অতিশয় পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে-অতিশয় পুত-পবিত্র।

৫৪. اَلسَّلَامُ : সর্বপ্রকার কমতি ও দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত-সহী সালেম। لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ-

অর্থ : তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই প্রকৃত সম্রাট পুত-পবিত্র ও সহী সালেম। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ২৩)

৫৫. اَلْمَتِيْنُ : তিনি সুদৃঢ় ও নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অধিক রিযিকদাতা, ক্ষমতাধর ও সুপ্রতিষ্ঠিত। (সূরা ৫১ আয্ যারিয়াত : আয়াত ৫৮)

৫৬. اَلْحَلِيْمُ : অতিশয় উচ্চ ও মহামর্যাদাবান। পরম ধৈর্যশীল ও সীমাহীন সহিষ্ণু। তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেননা। বান্দাদের শোধরানো ও অনুশোচনার অবকাশ দিয়ে থাকেন। তিনি কখনো উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হননা। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডই সুপরিকল্পিত এবং সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদাব্যঞ্জক।

إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল দয়াবান-ক্ষমাকারী। (সূরা ৩৫ আল ফাতের : ৪১)

৫৭. اَلْعَظِيْمُ : তিনি নিজ অস্তিত্ব ও গুণাবলীতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও মহান।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ -

অর্থ : অতএব, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা ৫৬ আল ওয়াকেয়া : ৭৪)

৫৮. اَلْوَاسِعُ : তিনি অত্যন্ত মুক্ত ও প্রশস্ততার অধিকারী। বান্দাদের প্রতি তিনি বড়ই উদার ও সহানুভূতিশীল।

وَاللّٰهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ : এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত উদার-প্রশস্ততার অধিকারী জ্ঞানী। (সূরা ২ আল বাকারা : ১১৫, ২৪৭, ২৬১, ২৬৮)

৫৯. اَلْحَيُّ : চিরঞ্জীব। ঘুম, তন্দ্রা, অবচেতনা ইত্যাদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ -

অর্থ : ভরসা করো সেই সত্তার উপর যিনি মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব। (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৫৮)

৬০. اَلْقَيُّوْمُ : চিরন্তন, চির শাশ্বত। চিরকাল থেকে আছেন, চিরকাল

থাকবেন। সৃষ্টির কাঠামোকে ধারণ করে আছেন।

اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ –

অর্থ : আল্লাহ্! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী-চির শ্বাশত। তাঁকে কখনো না নিদ্রা স্পর্শ করে আর না তন্দ্রা। (সূরা ২ আল বাকারা : ১৫৫ আয়াতুল কুরসী)

৬১. اَلْحَقُّ : তিনি প্রকৃত সত্য, অতি বাস্তব। তাঁর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করলে তাঁর কিছুই যায় আসেনা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ –

অর্থ : এটি এই জন্যে যে, আল্লাহ্র অস্তিত্বই পরম সত্য আর তাঁকে ছাড়া তারা যাদের ডাকছে সবই বাতিল-মিথ্যা। (সূরা ৩১ লোকমান : ৩০)

৬২. اَلْمُبِيْنُ : প্রকাশমান, সত্য প্রকাশকারী।

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ –

অর্থ : আল্লাহ্ অবশ্যই সত্য এবং তিনি সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী। (সূরা ২৪ আননূর : ২৫)

৬৩. اَلْغَنِىُّ : মুখাপেক্ষাহীন। তাঁর কোনো অভাব নেই, কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, তাঁর সবই আছে এবং সবকিছু কেবল তাঁরই। তাই সবাই এবং সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

وَمَنْ جٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ –

অর্থ : যে কেউই জিহাদ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ নিখিল জগতের কারোরই মুখাপেক্ষী নন। (সূরা ২৯ আল আনকাবুত : ৬)

৬৪. اَلْحَمِيْدُ : সপ্রশংসিত। আপন অস্তিত্ব ও গুণাবলীর সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মহীয়ান। সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা শুধু তাঁরই জন্যে নির্ধারিত। তিনি কারো প্রশংসা লাভের মুখাপেক্ষী নন।

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ –

অর্থ : যে কেউ শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যেই

কল্যাণকর। আর যে অকৃতজ্ঞ হবে (তার জেনে রাখা দরকার যে) অবশ্যই আল্লাহ্ মুখাপেক্ষাহীন সপ্রশংসিত। (সূরা ৩১ লোকমান : ১২)

৬৫. اَلْمَجِيْدُ : তিনি অতিশয় মহীয়ান ও মর্যাদাবান। إِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–
অর্থ : তিনি সপ্রশংসিত, মহান ও শ্রেষ্ঠ। (সূরা ১১ হুদ : ৭৩)

৬৬. اَلْوَارِثُ : তিনিই সবকিছুর প্রকৃত ও চিরন্তন মালিক।

৬৭. اَلْمُحْيِ : জীবন দানকারী।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ – وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি জীবন দানকারী ও মৃত্যু দানকারী এবং আমিই সবকিছুর প্রকৃত মালিক-ওয়ারিস। (সূরা ১৫ আল হিজর : ২৩)

৬৮. اَلْفَاطِرُ : সবকিছুর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা।

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –

অর্থ : আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১)

৬৯. اَلْاَوَّلُ : তিনি জগত সৃষ্টির পূর্ব থেকে আছেন।

৭০. اَلْاٰخِرُ : তিনি সৃষ্টি জগতের ধ্বংসের পরেও থাকবেন।

৭১. اَلظَّاهِرُ : তিনি সর্বত্র প্রকাশমান।

৭২. اَلْبَاطِنُ : তিনি প্রচ্ছন্নও।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –

অর্থ : তিনি আদি, তিনি অন্ত। তিনি প্রকাশমান তিনি প্রচ্ছন্নও। প্রতিটি বিষয়ে তিনি অবহিত। (সূরা ৫৭ আল হাদীদ : ৩)

৭৩. اَلْبَدِيْعُ : নব স্রষ্টা। অর্থাৎ কোনো প্রকার উদাহরণ ছাড়াই তিনি পয়দা করেন। অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও আবিষ্কর্তা। بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –
অর্থ : তিনিই আসমান-যমীনের উদ্ভাবক, স্রষ্টা ও আবিষ্কর্তা। (সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত ১০১)

৭৪. اَلرَّفِيْعُ : অতিশয় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ...

তিনি অতিশয় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী - আরশ - অধিপতি। (সূরা ৪০ আল মু'মিন : ১৫)

৭৫. اَلنُّوْرُ : আলোকময় :   اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

অর্থ : আল্লাহ্ই আসমান ও যমীনের নূর। (সূরা ২৪ আন নূর : ৩৫)

৭৬. اَلْاَكْرَمُ : পরম সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাব্যঞ্জক আচরণ করেন।   اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ –

অর্থ : পড়ো! এবং তোমার রব বড়ই সম্মানিত ও মর্যাদাবান। (সূরা ৯৬ আল আলাক : ৩)

৭৭. اَلصَّمَدُ : মুখাপেক্ষাহীন। প্রয়োজনমুক্ত। সবাই এবং সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।   قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞

অর্থ : বলো : তিনি আল্লাহ্! তিনি এক-একক। তিনি প্রয়োজনমুক্ত মুখাপেক্ষাহীন এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। (সূরা ১১২ আল ইখলাস : ১-২)

৭৮. اَلتَّوَّابُ : তিনি বান্দার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বান্দার তওবা কবুল করেন। বান্দার প্রতি দৃষ্টি দেন।

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ –

অর্থ : অতপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যেনো তারা তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী করুণার আধার। (সূরা ৯ আত তাওবা : ১১৮)

৭৯. اَلْوَهَّابُ : অতিশয় দাতা ও দানশীল।

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ –

অর্থ : (ওগো প্রভু!) এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় দাতা ও দানশীল। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৮)

৮০. اَلرَّزَّاقُ : সৃষ্টিকূলকে অধিক রিযিক দানকারী। প্রয়োজন পূরণকারী।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অধিক রিযিক দানকারী অতিশয় ক্ষমতাধর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। (সূরা ৫১ আয্যারিয়াত : ৫৮)

৮১. اَلْمُقِيْتُ : জীবিকা দানকারী। প্রত্যেক সৃষ্টিকে সঠিক অংশ পুরোপুরিভাবে দান করেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا –

অর্থ : প্রতিটি জিনিসকে সঠিক অংশ দিতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম।

(সূরা ৪ আন নিসা : ৮৫)

৮২. اَلْكَرِيْمُ : মুক্ত ও উদার দাতা। অধিক দাতা। অত্যন্ত সদাচারী।

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ۝ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

অর্থ : হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার 'করীম' প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন, তোমাকে সুস্থ-সঠিক বানালেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করলেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সুসংযোজিত করলেন? (সূরা ৮২ আল ইনফিতার : ৬-৮)

৮৩. اَلْقَرِيْبُ : অতিশয় ও নিকটবর্তী।

اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার রব অতিশয় নিকটবর্তী, দু'আ কবুলকারী।

(সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৬১)

৮৪. اَلْوَكِيْلُ : কর্মকর্তা। দায়িত্বশীল। যার উপর নির্ভর করা যায়।

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –

অর্থ : তারা বললো : আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৭৩)

৮৫. اَلْوَدُوْدُ : পরম বন্ধু। দয়া ও মহব্বতের উৎস।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝

অর্থ : তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম বন্ধু, আরশ-অধিপতি। (সূরা ৮৫ আল বুরুজ : আয়াত ১৪-১৫)

৮৬. اَلْمُسْتَعَانُ : তিনিই সেই সত্তা যার নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ –

অর্থ : উত্তমভাবেই আমি ধৈর্য ধারণ করবো। তোমরা যা কিছু বলছো, সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১৮)

৮৭. اَلْهَادِىْ : সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। কিতাব ও রসূল প্রেরক।

وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ –

অর্থ : আল্লাহ্ মুমিনদের সঠিক সোজা পথ প্রদর্শনকারী। (সূরা ২২ আল হজ্জ : ৫৪)

৮৮. اَلْبَرُّ : সহানুভূতিশীল। إِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সহানুভূতিশীল মেহেরবান। (সূরা ৫২ আত্ তূর : ২৮)

৮৯. اَلْفَتَّاحُ : সঠিক সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা দানকারী। যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ –

অর্থ : বলো, আমাদের রব আমাদের একত্রিত করবেন। অতপর আমাদের মাঝে সঠিক ফায়সালা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সঠিক ফায়সালাকারী জ্ঞানী। (সূরা ৩৪ সাবা : ২৬)

৯০. اَللَّطِيْفُ : তিনি অতিশয় সূক্ষ্ণ কৌশল অবলম্বকারী। সূক্ষ্ণদর্শী।

إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞাতা। (সূরা ৩১ লোকমান : ১৬)

৯১. اَلْحَسِيْبُ : হিসাব গ্রহণকারী। إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا –

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে হিসাব নিবেন। (সূরা ৪ আন্ নিসা : ৮৬)

৯২. اَلْجَامِعُ : একত্রিতকারী। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ –

অর্থ : পরওয়ারদিগার! তুমি অবশ্যই সেদিন মানুষকে একত্রিত করবে যে দিনটি আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ্ নেই। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৯)

৯৩. اَلْكَافِىْ : বান্দার (যে কোনো প্রয়োজনের জন্য) তিনিই যথেষ্ট।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ –

অর্থ : আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা ৩৯ আয্ যুমার : ৩৬)

৯৪. اَلْغَالِبُ : পূর্ণ ক্ষমতাশালী ও পরিপূর্ণ বিজয়ী।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : নিজ কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্ পূর্ণ বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। (সূরা ১২ ইউসুফ : ২১)

৯৫. اَلْمُنْتَقِمُ : প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন।

اِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ -

অর্থ : আমি অবশ্যি সব অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। (সূরা ৩২ আস্ সাজদা : ২২)

৯৬. اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ : তিনি পরিপূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৯৭. اَلْبَاسِطُ : প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা দানকারী।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ -

অর্থ : যাকে ইচ্ছে করেন আল্লাহ্ রিযিকের ব্যাপকতা ও আধিক্য দান করেন। (সূরা ১৩ আর রা'দ : ২৬)

৯৮. اَلْمُنْعِمُ : নেয়ামত ও অনুগ্রহ দানকারী।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ -

অর্থ : যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে চলে, তারা ঐ সমস্ত লোকদের সাথে থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামত ও অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেছেন...। (সূরা ৪ আন নিসা : ৬৯)

৯৯. اَلْمُعِزُّ : সম্মান ও ইয্যত দানকারী।

১০০. اَلْمُذِلُّ : অপদস্থকারী।

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ -

অর্থ : তুমি যাকে ইচ্ছে করো সম্মান ও ইয্যত দান করো আর যাকে ইচ্ছে, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করো। সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি তোমারই মুষ্ঠিবদ্ধ। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ২৬)

১০১. ذُوالْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ : মহা সম্মানিত মহাত্মপূর্ণ।

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالإِكْرَامِ -

অর্থ : তোমার রবের নাম বড়ই বরকতশালী, মহা সম্মানিত মহাত্মপূর্ণ। (সূরা ৫৫ আর রাহমান : ৭৮)

১০২. اَلْوَاحِدُ : তিনি এক, শুধুই এক।

قُلِ اللّٰهُ خٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ -

অর্থ : বলো, তিনি আল্লাহ্, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি এক এবং পরাক্রমশালী। (সূরা ১৩ আর রাদ : আয়াত ১৬)

১০৩. اَلأَحَدُ : তিনি একক! অর্থাৎ তাঁর জাত ও গুণাবলীতে তিনি সম্পূর্ণ এক ও একক। কেউই তাঁর শরীক নেই এবং কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সবাই এবং সব কিছুই এই এক-এককের মুখাপেক্ষী।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

অর্থ : "বলো তিনি আল্লাহ্, একক তিনি। আল্লাহ্ মুখাপেক্ষাহীন। তিনি সন্তান গ্রহণ করেননা এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

আখেরি কথা

এক

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো। প্রত্যক ব্যক্তিই যেনো ভেবে দেখে, সে আগামীকালের (আখিরাতের) জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছে। আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমরা সেসব লোকের মতো হয়োনা, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ তাদের নিজেদের ব্যাপারেও নিজেদেরকে ভুলিয়ে রেখেছেন। তারা ফাসিক হয়ে গেছে। যারা জাহান্নামে যাবে আর যারা জান্নাতে যাবে তারা উভয়ে সমান নয়। যারা জান্নাতে যাবে তারাই হবে সফলকাম। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ১৮-২০)

দুই

অতএব, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং সেই নূর (কুরআন)-এর প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি। আর তোমরা যাকিছু করছো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। (বিষয়টি তোমরা সেদিনই টের পাবে) একত্র করার দিন যখন তিনি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। সেদিনটিই হবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন। যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং শুদ্ধ-সংশোধনমূলক কাজ করে, আল্লাহ্ তার গুনাহগুলোকে ঢেকে দেবেন আর তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবহমান থাকবে। তারা চিরদিন থাকবে সেখানে। এটিই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা ৬৪ আত তাগাবুন : ৮-৯)

সমাপ্ত

আবদুস শহীদ নাসিম

লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
উম্মুস্ সুন্নাহ্ হাদিসে জিবরিল
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোর ও যুবকদের জন্যে বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম - ৩য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের পথ
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

এছাড়াও আরো অনেক বই

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা
ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com